Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/93	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1890
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Printed & Published by M.M.Rukhit The Victoria Press, 24, Beadon Street.
Author/ Editor:	?	Size:	12x18 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Sunitir Prem	Remarks:	Novel

সুনীতির প্রেম।

"The Woman Soul
Leadeth us upward and on"

Calcutta:
PRINTED AND PUBLISHED BY M. M. RUKHIT, AT THE VICTORIA PRESS,
24, BEADON STREET.

1890.

[মূল্য আট আনা]

উৎসর্গ।

তুমি

যে অবস্থাতেই থাক না কেন, জীবনের সে মধুর সম্বন্ধ কখনও বিস্মৃত হইয়া যাও নাই,—যেখানেই থাক না কেন, সে স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার উপর হইতে কখনও তুলিয়া লও নাই,—এই স্থির বিশ্বাসে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

তোমারই চরণে

অর্পণ করিলাম।

নিবেদন।

সুনীতির প্রেম উপন্যাস নহে, উপন্যাসের চিত্র চাতুর্য্য ইহাতে নাই। এখানি গল্প পুস্তকও নহে, গল্পের ধারাবাহিকতা ইহাতে নাই। ইহা দুইটী তরুণ আত্মার একটী প্রধান অঙ্গ-বিকাশের যৎসামান্য ইতিহাস; এবং তাহাও অতি সংক্ষেপে, অতি স্থূলভাবে বিবৃত।

পাঠক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় দয়া করিয়া এই কটী কথা মনে রাখিবেন, গ্রন্থকারের এই বিনীত নিবেদন।

সুনীতির প্রেম।

"The woman-soul leadeth us
Upward and on."

১ম।

বিনয় ও ললিত।

"The changes which break up at short intervals the prosperity of men are advertisements of a nature whose law is progress."

বিনয় ও ললিত।

১।

নামটী বড় সুন্দর——বিনয় ভূষণ!

সন্তানটী সাধু হয়, সচ্চরিত্র হয়, নম্র, মিষ্টভাষী ও লোকপ্রিয় হয়, পিতা মাতার বড় সাধ। তাই তাঁহারা সাধ করিয়া বিনয়ভূষণ নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নাম রাখাতেই যেন সে সাধ মিটিল। নামেতেই বস্তু লাভ হইবে আশায় আর তাঁহারা সন্তানের সুশিক্ষা বিধানে ও চরিত্রগঠনে তেমন মনোযোগী হইলেন না। যৌবনে পা দিতে না দিতে বিনয়ভূষণ নিরতিশয় কোপনস্বভাব, উদ্ধত, অহঙ্কারী এবং কটুভাষী হইয়া উঠিল।

বিনয়ভূষণ যখন বালক তখন হইতে আমি তাহাকে জানি। বালক বিনয়ের তিনটী গুণ ছিল;—সে কখনও চুরি করিত না, মিথ্যা কহিত না; এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিত না।

পর দ্রব্যে লোভ হইলে, দিবা দ্বিপ্রহরে, সকলের চক্ষুর উপরে, বলপূর্ব্বক সে তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু গোপনে অপরের সামান্য তৃণখণ্ডপর্য্যন্ত স্পর্শ করিত না। পিতা বা শিক্ষক কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, সে অটল হইয়া সেই দণ্ড গ্রহণ করিত; কিন্তু শাস্তির ভয়ে কখনও দোষ অস্বীকার বা ক্ষমা প্রার্থনা করিত না। আর সমবয়স্কদিগের দ্বারা পীড়িত হইলে স্বয়ং সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে চাহিত, কিন্তু তজ্জন্য কখনও অপরের মুখাপেক্ষী হইত না।

যেমন অসাধারণ আত্মসম্মান-বোধ; তেমনি অসাধারণ আত্মপ্রেম। আপনার উদর ষোল আনা পূর্ণ না করিয়া সে কখনও অপরকে কোনও খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিত না। আপনার সুখ ও স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা না করিয়া কখনও অপরের সুখ বা স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিত না। শৈশবাবধি তাহার যেন এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে সে এক জন অতি মহাপুরুষ; তাহার সুখ ও সুবিধার জন্য পৃথিবীর অপর সকলে রহিয়াছে, এবং বিধাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কেবল তাহারই সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাহার শরীরে দুর্দ্দান্ত বল ছিল। তাহার প্রতাপে সকলে সশঙ্কিত থাকিত। তাহার ভ্রাতাভগিনীগণ তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে বা তাহার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত। তাহার বলবতী ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সে আপনার ক্ষুদ্র শিশু-জগতের রাজা ছিল। তাহার অনুগ্রহ অনেকেই ভিক্ষা করিত; কেহ তাহার সঙ্গে অসদ্ভাব বা প্রতিযোগীতা করিতে ভয়ে অগ্রসর হইত না।

বিনয় যৌবনে পদক্ষেপ করিলে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা বলিতেন;—"আমাদের বিনয় তিন কাযে বড় পটু, মারামারিতে, দৌড়াদৌড়িতে, এবং মড়া পোড়াতে।"

সত্য সত্যই বিনয়ভূষণ এই তিন কাযের সর্দ্দার ছিল; এই তিনটী কার্য্যই সে অতি উৎসাহে ও উল্লাসে সম্পাদন করিত।

বিনয়ের আর একটী গুণ ছিল,—সে কখনও কাঁদিত না।

২।

আমি বিনয়কে কেবল মাত্র এক দিন কাঁদিতে দেখিয়াছি;—সে কি দিন! আর সে কি ক্রন্দন!

সে বহু দিনের কথা। কিন্তু প্রেমিকের প্রিয় জনের মৃত্যুশয্যার

ন্যায়,—পাপী জীবনে অনুতাপ যন্ত্রণার ন্যায়,—সে দিনের সেই দৃশ্য চিরদিন জলন্ত অক্ষরে প্রাণে মুদ্রিত থাকিবে। অন্তরের কত দাগ মুছিয়া গেল, কত সুখ দুঃখের স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইল, কিন্তু সে দিন যেমন, আজও ঠিক তেমনি সেই দৃশ্য চক্ষুর উপরে উজ্জ্বল রহিয়াছে।

সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। এমন পূর্ণিমা আর কখনও হয় নাই। সমস্ত দিন প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে ধরাতল যেন এই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সাগরে অবগাহন করিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিতেছে। আর সে দারুণ গ্রীষ্ম, সে রক্তশোষক ঘর্ম্ম, সে বিষম যাতনা, সে জ্বালা, কিছুই নাই। জ্যোৎস্না-বিধৌত প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্ত রূপরাশিতে অন্তরে বাহিরে অমৃত বর্ষণ করিয়া যেন নিদাঘ পীড়িত নরনারীর অবসন্ন শরীর ও মনে এক অভিনব তেজ ও বলের সঞ্চার করিয়া দিতেছে!

এ সেই জ্যোৎস্না যাহাতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক অপূর্ব্ব রূপের হাট খুলিয়া দেয়, এ সেই সান্ধ্যসমীরণ যাহাতে আকাশ পাতাল জুড়িয়া এক মহাসঙ্গীত উত্থিত হয়। এ সেই রূপ যাহাতে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ দেবতাদিগের লীলাভূমিপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হয়; এ সেই সঙ্গীত যাহার নীরব মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, আত্মা পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক অনন্তের ক্রোড়ে যাইবার জন্য লালায়িত হয়!

সম্মুখে কলনাদিনী যমুনা রজত-বেলা চুম্বন করিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে; পশ্চাতে, কিঞ্চিদ্দূরে, প্রয়াগের প্রসিদ্ধ দুর্গ-প্রাচীর, নীরবে দাঁড়াইয়া সে সঙ্গীত শুনিতেছে। পরপারে বিবিধ বৃক্ষ-রাজি মৃদুমন্দবায়ুভরে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া যেন যমুনা লহরীর তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আর শিরিষ, বকুল, ও বাবলা পুষ্পে পরিশোভিত বৃক্ষরাজী যমুনার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া সুবাস বিতরণ করিতেছে।

এই মধুময়ী রজনীতে, এই হাসিভরা যমুনাপুলীনে, সে দিন যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা আর প্রাণের চিত্রপট হইতে কখনও অপনীত হইবে না।

প্রকৃতির এই সঙ্গীত ভঙ্গ করিয়া, যমুনার এই কলনাদ অতিক্রম করিয়া সহসা নরকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর গীতধ্বনিতে আকাশ ছাইল, প্রবল অর্গান বাদনে যেন নিস্তব্ধ সৈকতভূমি শিহরিয়া উঠিল। প্রবল কণ্ঠের মধুমাখা সঙ্গীত ক্রমে খাদ হইতে নিখাদে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়িয়া সহসা এক পদের মধ্যখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সেই প্রবল সুস্বর-কম্পিত বেলাভূমি যেন সহসা মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় আবৃত হইল!

এই শেষ পদের শেষ প্রতিধ্বনি যমুনাজলে মিশাইয়া গিয়াও আমার কাণে বারবার বাজিতে লাগিল। আমি আত্মহারা হইয়া যেন সেই ধ্বনিরই অনুসরণ করিয়া নির্জ্জন যমুনা সৈকতে বেড়াইতে লাগিলাম।

এইরূপ ভাবে কতক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম, জানি না; আরো কতক্ষণ বেড়াইতাম, তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু সহসা কোন কোমল পদার্থ পাদস্পর্শ হওয়ায় আমার এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

শিহরিয়া দেখিলাম—সাক্ষাতে মৃত নরদেহ, আর তাহার অনতি-দূরে এক উপলখণ্ডের উপরে একটী দীর্ঘকায় যুবক অবাত কম্পিত দীপশিখার ন্যায় অটল ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন।

যুবকটীর নিকটে গিয়া দেখিলাম, যুবক—বিনয়।

বিনয়কে এই স্থানে, এই সময়ে, এই অবস্থায় দেখিয়া আমিও চিত্রপুত্তলির ন্যায় তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। যখন আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে,—চন্দ্রমা অস্তাচলের দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বিনয়ের তখনও চেতনা হয় নাই। আমি ধীরে ধীরে বিনয়ের পার্শ্বে বসিলাম। অতি ধীরে তাহার স্কন্ধে হাত দিলাম। বিনয় শিহরিয়া উঠিল; সে চকিত নেত্রে আমার দিকে চাহিল; চন্দ্রালোকে দেখিলাম, তাহার

গণ্ডে, কপোলে, ও ওষ্ঠে এক বিন্দু রক্ত নাই। সেই রক্তশূন্য মুখখানি তুলিয়া, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সে আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"আমাকে চিনিতে পার নাই?"

"আপনি!——ললিত কোথায়?"

ললিতের নামে আমারও যেন লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ললিতকে আমি জানিতাম। ললিত বিনয়ের সহাধ্যায়ী ছিল; বিনয়ের এক সঙ্গে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আলাহাবাদে কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিল; তাহারা উভয়ে একস্থানে থাকিত। ললিত বিনয়ের একমাত্র শৈশব বন্ধু ও বাল্য সহচর ছিল। কেবল ললিতের নিকট বিনয়ের উদ্ধত স্বভাব একটুকু অবনত হইত।

ললিতের নামে সম্মুখস্থ মৃতদেহের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। ললিত খুব গাহিতে পারিত, তাহা মনে হইল। এই মৃতদেহ দেখিয়া, সেই সঙ্গীতধ্বনির ভগ্নপদ মনে হইয়া, আমার প্রাণ আমূল শিহরিয়া উঠিল।

বিনয় পুনরায়, অতি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ললিত কোথায়?"

প্রতিধ্বনির মত আমি বলিলাম——"ললিত!"

"এই যে এখানে ললিত গান গাহিতেছিল,—এমন মধুর গান,—সে কোথায়?"

এই কথা বলিয়াই ললিতের মৃত দেহের উপরে বিনয়ের দৃষ্টি পড়িল। বিনয় মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বসিল। ললিতের শীতল পা দুখানি বুকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঠক! টিনের কেতুলিতে কখনও স্বহস্তে জল গরম করিয়াছ কি? জল যখন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন কেতুলির মুখের ঢাক্‌না খানা কিরূপ কাঁপিতে থাকে, তাহা দেখিয়াছ কি? আর সেই

ঢাক্‌নাকে চাপিয়া ধরিলে সমস্ত কেত্তিটা কিভাবে কম্পিত হয়, এবং কি ভাবে তাহার নল দিয়া এক এক বিন্দু করিয়া উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, তবে কিয়ৎপরিমাণে বিনয়ের এই ক্রন্দনের আভাষ পাইতে পারিবে।

বিনয়ের সেই সুস্থ সবল পেশীময় শরীরটা ললিতের পা দুখানি বুকে ধরিয়া ঠিক এই কেত্তির মত কাঁপিতে লাগিল; আর তাহার চক্ষু দুটী দিয়া এই কেত্তির নলের মুখের জলের মত মাঝে মাঝে এক এক বিন্দু অশ্রু কখনও বা গণ্ডদেশ বাহিয়া পড়িতে লাগিল, আর কখনওবা টুপটাপ করিয়া যমুনা সৈকতের বালুকা রাশির উপর পড়িয়া তখনই শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বিনয় এইরূপ ভাবে কতক্ষণ কাঁদিল এবং কাঁপিল তাহা বলিতে পারি না। তাহার এই ভাব দেখিয়া আমিও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে, বা তাহার নিকটে যাইতে আমার সাহস হইল না। এই গভীর শোকের সময়, তাহার এক এক বিন্দু অশ্রুজল সাগরসম হইয়া যেন তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আমাকে তাহা হইতে শত যোজন দূরে ফেলিয়া রাখিল।

বিনয়ের ক্রন্দন যখন থামিয়া আসিয়াছে, রাত্রি তখন ভোর হইয়াছে। ধীরে ধীরে ললিতের তুষার-শীতল সেই চরণ দুখানিকে বুক হইতে নামাইয়া, অবনত মস্তকে তাহাতে দুইটী চুম্বন দিয়া, বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাকে বলিল,—"আপনি ইহার যা করিতে হয় করুন, আমি চলিলাম।"

"কোথায়?"

কিন্তু এই প্রশ্নের আর উত্তর পাইলাম না; বিনয় তীরবেগে সৈকতভূমি ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

ললিতের মৃতদেহ পরীক্ষিত হইল; ডাক্তার বলিলেন, হৃদ্‌রোগে তাহার এরূপ সহসা মৃত্যু হইয়াছে। আমরা যথারীতি তাঁহার সৎকার করিলাম; কিন্তু বিনয় তাহার পূর্ব্বেই আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

৩।

কিছু দিন বিনয়ের আর কোনও খপর পাইলাম না। পাঁচ ছয় মাস কাল পরে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখিলেন:—

"বহুদিন হইতে তুমি বিনয়ের খপর জানিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছ। আমিও বড় ব্যস্ত ছিলাম; বিনয়কে লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম, এত ব্যস্ত যে সত্যি সত্যি আমার মরিবার অবসর ছিল না; তাহাতেই তোমাকে তাহার কোনও খপর দেই নাই। আর এত দিন দিবার উপযুক্ত খপরও বেশী কিছু ছিল না। বিনয় তখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডয়মান, সে সংবাদে তোমার চিন্তা এবং কষ্ট বাড়িত বই কমিত না; তাহাতেও এত দিন কোনও সংবাদ দেই নাই।

বিনয় রুগ্ন অবস্থায় বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়। পথেই তাহার জ্বরের সঞ্চার হয়; বাড়ীতে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন খুব জ্বর। সে দিন অপরাহ্নেই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিকারে পূর্ণ দেড় মাস কাল সে যাইবে কি থাকিবে আমরা বুঝিতে পারি নাই। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয় নাই। অনেকেরই আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝি বা সে চিরজীবনের জন্য একেবারে উন্মাদ হইয়া
যাহা হউক ঈশ্বরকৃপায় সে আশঙ্কা এখন অনেকটা দূর
তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সে বিনয় আর নাই। সেরূপ পেশীময় শরী

কখনও হইবে কি না জানি না। কিন্তু তাহার অন্তঃপ্রকৃতি এই ভীষণ রোগে কি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! সে ঔদ্ধত্য, সে দৌরাত্ম্য, সে স্বার্থপরতা, সে বাবুয়ানা, সে সব কিছুই আর নাই। আর সে দৌড়াদৌড়ির, সে মারামারির, সে বাদবিসম্বাদের প্রবৃত্তি নাই। আর মৃতদেহ সৎকারে সে উৎসাহ ও উল্লাস নাই ;—মৃত্যুকে সে যে এখন কি ভয় করে বলিতে পারি না।

এই ভীষণ রোগশয্যা হইতে উঠিয়া সে যেন ঠিক বালকের মত হইয়াছে। যে ডাকে তারই কাছে যায়, যে যা বলে তাই শোনে, কখনও কখনও কোনও কথা শুনিলে, বিশেষতঃ কোনও দুঃসংবাদ শুনিলে, অনেক সময় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহার এই চাহনি দেখিয়া আমাদের বড় ভয় হয়। লোকে বলে এইরূপ শূন্য দৃষ্টিই নাকি উন্মাদ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

বিনয় পড়াশুনা কখনও বেশী ভাল বাসিত না, তুমি জান। এই রোগ হইতে উঠিয়া যেন পড়া শুনাতে এক নূতন আগ্রহ জন্মিয়াছে। সে আগে কখনও কবিতা পুস্তক হাতে লইত না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার কালে যে সকল কাব্য তাহাকে পড়িতে হইত, তৎপ্রতি তাহার প্রাণের একটা টান ছিল না। আমাকে সর্ব্বদা কবিতা পড়িতে দেখিয়া সে বিদ্রূপ করিত। এখন মাঝে মাঝে অতি ভক্তিভরে যেন আমার "শেলী" বা "ব্রাউনিং" হাতে লইয়া, একটী দুইটী পুংক্তি বা ক্ষুদ্র কবিতা পড়িয়া, গভীর দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে।

শরীরের প্রতি তাহার কি যত্ন ছিল, তুমি জান। আমরা যখন কলিকাতায় এক বাসায় থাকিয়া পড়ি, তখন দেখিয়াছ, সে কতবার "কোথা গায়ের জামার ধুলো ঝাড়িত ; আঙ্গুলে একটী ময়লা লাগিলে কিন্তু এই সাবান দিয়া ঘষিত ; হাওয়াতে একটু ধুলো উড়িয়া সৈকতভূমি ছাড়ালে—হাতে, বাহুতে, বুকে, কত শত শত ফু দিত;

ণ্টায় ঘণ্টায় কত আগ্রহ সহকারে তাহার বিছানার চাদরখানা াড়িত ; কেহ তাহার বইএ, বা বাক্সে, বা শেল্‌ফে, বা বিছানায় হাত দিলে কত বিরক্ত হইত। তুমি জান, তার যন্ত্রণায় আমাদের বাসার গুলো দুদিন তিষ্টিতে পারিত না ; আহারে বসিলে, গ্লাসে তেলের ন্ধ, থালায় ধুলো, দুধে ঝুলের গুঁড়ো, আসনে জল ;—এই সকল ইয়া কত রাগারাগি বকাবকি হইত। এখন সে সব গিয়াছে। যা দও, তাই খায় ; যেখানে বল, সেইখানেই বসে ; যা পায়, তাই পরে। আমার একটী ছোট ভাগিনেয়ী আছে। সে দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি অপরিষ্কার থাকে। বিনয় তাকে বড় ভাল বাসে, সেও "ছোট মামার" কাছে থাকিতে বড় ভাল বাসে। তাহার নাকে শিক্নি গলিতেছে, আর বিনয় প্রতিনিয়তই সে শিক্নি আপনার কাপড় দিয়া মুছিয়া দিতেছে। রাত্রিতে সে বিনয়ের কাছে শোয়, দিনে তার সঙ্গে খায়। কত দিন সে রাত্রিকালে বিনয়ের বিছানা ভিজাইয়া দেয়,—আর বিনয় সেই ভিজা, দুর্গন্ধময় চাদর খানি গুটাইয়া রাখিয়া আপনার ধুতির আধখানা পাতিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাতে শুইয়া থাকে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বড় ভয় হইয়াছে। এত ঘোরতর পরিবর্ত্তন মানুষ অনেক সময় সামলাইতে পারে না।

* * * * *

২য়।

সুনীতি ও বিনয়।

"Passion beholds its object as a perfect unit. The ul is wholly embodied, and the body is wholly ensouled. ....Night, day, studies, talents, kingdoms, religion, are l contained in this form full of soul, in this soul full of rm."

১।

সুনীতির পত্র।

গিরিধি—১লা ফাল্গুন।

ভাই,—আমরা গিরিধি আসিয়াছি, মাসীমার নিকট এ সংবাদ তুমি অবশ্য পাইয়াছ। কলিকাতা হইতে তোমাকে তিনখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার একখানারও উত্তর পাই নাই কেন? বড় ঘরের গৃহিনী হইয়াছ, সংসারের কাজেই দিন যায়, তাই বুঝি ছেলে বেলাকার হতভাগিনী সখীকে আর মনে পড়ে না। নইলে এমন করিবে কেন? এবার যদি উত্তর না পাই, তবে এই শেষ।

তুমি একবার মাসীমাদের সঙ্গে বৈদ্যনাথ আসিয়াছিলে জানি; কিন্তু গিরিধিতে কখনও তো আস নাই? এমন সুন্দর স্থান, ভাই, আর কোথাও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। চারি দিকে পাহাড়;—কিন্তু পাহাড়ের নামেই কাণে হাত দিও না; এ পাহাড়ে যে বাঘ ভল্লুক আছে তা বোধ হয় না। যে গুলি দূরে মেঘের মত দেখা যায়, যার সৌন্দর্য্য কেবল চোক দিয়াই দেখিতে পারি, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিতে পারি না, যার রূপের ভিতরে অবগাহন করিয়া সাঁতার দিতে পারি না,—সেই সকল উচ্চ উচ্চ পাহাড়ে বাঘ ভল্লুক থাকিলেও থাকিতে পারে;—কিন্তু প্রতি দিন যে ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে এখানে আমরা ঘুরিয়া বেড়াই তাতে হিংস্র জন্তু কখনও দেখা যায় না। এ পাহাড় গুলির যে কি শোভা, তা আর কি বলিব? গাছ গুলি ছোট ছোট,—তার তলা অতি পরিষ্কার, কোথাও বা ক্ষুদ্র ঝরণা ধীরে ধীরে কুলবধুদিগের আধ ফোটা গানের মত ভয়ে ভয়ে পর্ব্বতের মুখ হইতে বাহির হইয়া, অতি মৃদু পায় চলিয়াছে। প্রাতঃকালে এই সকল পাহাড়ের কি শোভা হয়! যখন রোদ ফুটিতে থাকে, তখন যেন

আর তাহাদের মুখে হাসি ধরে না! কত রকমের কত পাখী তখন গাছে গাছে বসিয়া কত সঙ্গীত করে! কত পোকা, কত ঝিঁ ঝিঁ, কত ভাবে গুঞ্জরণ করে! কত নব পল্লব, কচি মুখ বাড়াইয়া প্রাতঃসূর্য্যের রাঙ্গা মুখখানি দেখে! মাঝে মাঝে পলাশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে, তাতে বনের যে কি শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আপনার চক্ষে না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না।

কিন্তু এসব কথা আর লিখিব না;—তুমি কত না বিরক্ত হইতেছ! মনে মনে কত বার হয়ত বলিতেছ—"আঃ মলো, পাহাড়ের রূপেরই এত ব্যাখ্যান!"—কি করিব বোন্? নিজের যদি তেমন রূপ থাকিত, তবে না হয়, আর্শীর কাছে সারা দিন দাঁড়াইয়া তারই ব্যাখ্যান করিতাম। তা তো নাই। তুমি যদি কাছে থাকিতে তবে না হয়, তোমার মুখখানি লইয়াই সারাদিন তার গুণগান করিতাম। তাও তো হবে না। আর তোমার রূপের ব্যাখ্যান করিবার তো উপযুক্ত লোকই জুটিয়াছে; সেইবা কেন আমাকে আর এখন অনধিকার চর্চ্চা করিতে দিবে? কাজেই গাছের পাতার, লতার ফুলের, আকাশের তারার, বনের পাখীর রূপ লইয়াই দিবারাত্রি থাকিতে হয়। ইহাদেরই কাণে কাণে দিন রাত গাহিয়া বেড়াই:—

"তোমাদেরে ভাল বাসি,—
পরাণে পাইলে ব্যথা তোমাদেরই কাছে আসি।
আকুল পরাণ লয়ে তোমাদেরি পানে চাই,
তাকালে স্নেহের চখে সরমে মরিয়া যাই;
শত ব্যথা ভুলে গিয়ে, থাকি ঐ মুখ চেয়ে
জন্ম জন্ম কষ্ট পেয়ে, চাহি ঐ স্নেহরাশি।"

এখানে আসিয়া প্রাণটা যেন হাত পা ছড়াইয়া বাঁচিয়াছে। কলিকাতায় সেই ভীড়ের ভিতরে, সেই ইট শুর্‌কির স্তূপের মাঝখানে,

প্রাণটা সর্ব্বদাই শুকাইয়া কাট হইয়া থাকিত। সন্ধ্যা না হইলে একবার এমন যে সুন্দর নীল আকাশ তার দিকে তাকাইবার সুযোগ পাইতাম না; আর ধুঁয়োর ভিতর দিয়া সেই আকাশের মুখ দেখিয়া তেমন সুখও হইত না। এখানে সকলই মুক্ত; সকলই স্বাধীন। আমাদের বাঙ্গলাটী সহর হইতে কতকটা দূরে। সুতরাং বাঙ্গালী বাবুদের তেমন উপদ্রব নাই। আমরা সকাল বিকাল চারিদিকের পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই;—বাবুদের পাহাড়ের প্রতি তেমন একটা টান নাই। কেবল সাঁওতাল মেয়ে ও ছেলেরা কখনও কখনও কাট কুটো কুড়াইবার জন্য এ সকল স্থানে আসিয়া থাকে। নতুবা আমরা এ রাজ্যের একরূপ রাজা হইয়াই আছি। এখানে কেহ আমাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে আসে না। চিরদিন এই স্থানে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দাদার ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছে, দুই তিন মাসের বেশী এখানে থাকিতে পারিব না বলিয়া কষ্ট হয়।

এই সুখের মধ্যে আরো একটী কষ্টের কারণ আছে। দাদার মুখ খানিতে এখানেও হাসি ফুটিল না। তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখিলে আমারও প্রাণ শুকাইয়া যায়। ছোট দাদার শোক, দাদা এ জীবনে আর ভুলিতে পারিবেন না। আর পারিবেনই বা কেমন করিয়া? আমাকে, এবং ছোট দাদাকেও কতকটা, তিনি যে পিতৃস্নেহে লালন পালন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমন ভাই, এমন বউ পাইয়াছিলাম বলিয়া আমরা পিতৃমাতৃহীন হইয়াও পিতার স্নেহ এবং মাতার যত্ন হইতে একেবারে বঞ্চিত হই নাই। ভাই, ছোট দাদা যদি আজ আমাদের সঙ্গে থাকিত, এ সুখ শত সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইত। সে যে ফুল, বাগান ও পাহাড়, এ সকল কত ভাল বাসিত! কত সুন্দর সুন্দর ছবির বই আনিয়া আমাকে নানা দেশের কত পাহাড় পর্ব্বত

দেখাইত! ছোট দাদার জন্ত আমাদের সকলেরই প্রাণের আধখানা চিরদিনের মত অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে।

তুমি কেমন আছ লিখিবে। নূতন সংসার কিরূপে চালাইতেছ, জানিতে সাধ যায়। আশীর্ব্বাদ করি দুজনে চিরদিন সুখে থাক! আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার স্নেহের সুনীতি।

গিরিধি—৯ই ফাল্গুন।

ভাই,—তোমার সুন্দর চিঠিখানা তিন চারি দিন হইল পাইয়াছি। তুমি পরম সুখে আছ জানিয়া বড় সুখী হইলাম। ঈশ্বর কৃপায় তোমাদের এই সুখ দিন দিন গাঢ় হউক! তুমি কবে কলিকাতায় ফিরিবে, লেখ নাই কেন? গর্ম্মির ছুটী হইলেও কি তোমরা বাড়ী যাইবে না? না দুজনে একেলা থাকিতে এত ভাল লাগে, যে আর বাড়ীতে গিয়া দশ জনের সঙ্গে গোলমালে থাকিতে ইচ্ছা হয় না? দাদার ছুটী ফুরাইলে, তাঁহাকে বদ্‌লি করিয়া দিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে? যদি বাঁকীপুরে বদ্‌লী হইয়া যান,—কি সুখের কথাই হইবে? তাহা হইলে আবার দুজনে মিলিয়া ছেলেবেলাকার খেলা খেলিব। কিন্তু তোমার সে খেঁলা আর ভাল লাগিবে কি? তুমি যে গিন্নি হইয়াছ, তোমার চিঠিতেই তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আজ তিন চারি দিন হইল, আমাদেরও গিরিধি থাকার সুখ কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। আমাদের বাড়ীর কাছের পাহাড় গুলিতে অপর লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই আমরা আর তেমন স্বাধীন ভাবে সে সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি ছুটা ছুটী করিতে পারি না।

সে দিন সন্ধ্যার সময় আমরা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

দাদাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি তো আর আমাদের মত ছুটাছুটী করেন না। এক জায়গায় তিনি বসিলেন; আমরা এদিক ওদিক গাছের তলায় তলায় বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বউও ক্লান্ত হইয়া দাদার কাছে গিয়া বসিল। আমি বুড়ীকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে অন্ত মনে এক পাহাড় ছাড়িয়া তার নিকটের আর একটা পাহাড়ে গিয়া উঠিয়া,—এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। বুড়ী যে কখন আমার হাত ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহা জানি নাই; কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ সে আমার নিকটে আসিয়া, চিবুক ধরিয়া, গান থামাইয়া, বামদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল:—"দেখ পিসিমা, দেখ, বাবু ওখানে বসিয়া আছে।"

চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম একটী ভদ্রলোক একখানি পুস্তক হাতে লইয়া, অনিমেষ নয়নে দূরস্থ পরেশনাথ পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য রাশি পান করিতেছেন। তাঁহার পায়ের নিকটে অতি সুন্দর বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিয়া আমার চেতনা হইল;—দাদা ও বউকে যে কতকটা দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি মনে হইল। একটু সশঙ্কিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বুড়ীর হাত ধরিয়া তাহাকে ডাকিলাম। কিন্তু সে ঐ ফুল দেখিয়াছে, আমার হাত ছাড়াইয়া সেই ফুলের দিকে দৌড়িল; আমি অস্ফুটস্বরে কত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ধমক দিলাম, সে কিছুতেই বারণ শুনিল না;—একেবারে সেই বাবুটীর নিকটে গিয়া, বলিল:—"আমায় ঐ ফুলকটা তুলে দিবে?" বুড়ীর স্বরে,—তার এই কথায়,—বাবুটীর যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল। চকিতনেত্রে তিনি মুখ ফিরাইয়া আকাশের কোর মাখান চক্ষু দুটী বিস্তৃত করিয়া, বুড়ীর দিকে চাহিলেন। বুড়ী আবার বলিল:—"আমায় ঐ ফুলকটা তুলে দেবে?"

অপরিচিতের মুখে তাহাতে একটু হাসি ফুটিল। তিনি হাত বাড়াইয়া চারি পাঁচটা বড় বড় ফুল তুলিয়া বলিলেন,——"ফুলকটা তো আমি তোমাকে দিব, তুমি আমাকে কি দিবে?" বুড়ী বলিল—— "তুমি পয়সা নেবে?—মার কাছ থেকে এনে দেব।"

অপরিচিত——"না, পয়সা নেব না; একটীবার আমার কোলে বসে যদি একটী চুম দাও তবে ফুল দিব।"

বুড়ী বলিল——"দেবে তো দাও; নইলে বাবাকে বলি গিয়ে, তিনি ফুল দিবেন।"

অপরিচিত তখন ফুলকটা বুড়ীকে দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। বুড়ী যেই ফুল গ্রহণ করিতে গেল, অমনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে কোলে করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে তাহার মুখে চুম দিয়া বলিলেন, এই ফুল নাও। বুড়ী—"তুমি বড় দুষ্টু" বলিয়া ফুল লইয়া ছুটিয়া আসিল।

দাদা ও বউ তখনও সেই খানেই বসিয়া আছেন। বুড়ী ফুলকটা দেখাইয়া আমাদের নিকটের পাহাড়ে যাওয়া এবং অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়া সমুদায় কথা সবিস্তারে বলিল। দাদা তার কথা শুনিয়া সেই বাবুটীর খোঁজে গেলেন; কিন্তু তাঁহার দেখা পাইলেন না। সেই দিন হইতে আমরা আর পাহাড়ে বেড়াইতে যাই না।

ওমা,—এক গঙ্গা লিখিয়া ফেলিয়াছি, আজ আর কিছু লিখিব না। আমি একরূপ ভাল আছি। ঈশ্বর তোমাদের দুজনকে সুখে রাখুন!

তোমারই স্নেহের—সুনীতি।

গিরিধি,—২০ ফাল্গুন।

ভাই,—তুমি বার বার সে লোকটী কেমন তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ কথার উত্তর আমি কি দিব? আমি কি তাঁকে জানি, না তাঁর সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় যে, তোমাকে তাঁর সব

কথা বুঝাইয়া লিখিব। তিনি কেমন আমিই বুঝিতে পারি নাই, আমিই দেখিতে পারি নাই, তোমার নিকট সে কথা আর কি লিখিব? তোমাকে কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, অমন লোক,—অমন মুখের ভাব, আমি আর কখনও দেখি নাই। তোমরা যাকে সুন্দর বল,—তা যে কিছু আছে তেমন বোধ হয় নাই; বরং একটু অযথা রোগা বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। মুখ খানি ভাঙ্গা ভাঙ্গা,—কেবল তাহাতে পৃথিবীর যেন কোনও ভাব ছিল না। প্রথম যখন বুড়ী আমাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিল, তখন আমার মনে হইয়াছিল ঠিক যেন তার শরীরটা চখের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। দাদার মুখে একবার গল্প শুনিয়াছিলাম যে একদল লোক নাকি বিশ্বাস করে যে মানুষের আত্মা যোগবলে, এক সূক্ষ্ম তেজোময় শরীর ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে পারে। ইহাঁকে সে দিন হঠাৎ দেখিয়া,—যখন বিশেষতঃ তাঁর সেই গভীর সুনীল চক্ষু দুটী আমার চোকের উপর পড়িল তখন—মনে হইয়াছিল ইনি বুঝি বা সেইরূপ কোনও যোগী হইবেন, যোগপ্রভাবে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ঐ পাহাড়ে আসিয়া বসিয়াছেন। সে দিন হইতে যোগে কেমন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আর কি লিখিব? এবার বোধ হয় তোমার গভীর সাধ মিটিবে।

তোমারই সুনীতি।

২।

বিনয়ের দৈনন্দিন লিপি।

১৫ই মাঘ শনিবার; গিরিধি। কাল মধুপুর ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি। গিরিধি স্থানটী দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু কয়লার খনিতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মধুপুরের দৃশ্য নির্জ্জন বলিয়া, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা একটু বেশী গম্ভীর ও প্রীতিকর মনে হয়।

---

২০ এ মাঘ বৃহস্পতিবার। আজ দুই বৎসর কাল এরূপ ভাবে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কত স্থানে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি; কত উন্নতমনা নরনারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া কত শিক্ষালাভ করিতেছি; কত প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছি; কিন্তু কৈ প্রাণের আরাম পাইলাম কোথায়? প্রাণের হাহাকার নিবৃত্ত হইতেছে কৈ? কত উপায়ে, কত ছলে, তাহাকে চাপা দিতে চাই, কিন্তু এ নিদারুণ অতৃপ্তি এ জলন্ত পিপাসা ঘুচে কৈ? প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, নরনারীর সহানুভূতি, অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার, কাব্যের মধুর আলাপন,—কিছুতেই কেন এ দারুণ পিপাসা মিটাইতে পারিতেছে না? সারা দিন ঘুরিয়া বেড়াই, অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া নানা বিষয়ের অধ্যয়ন করি বটে, কিন্তু এ ব্যস্ততা ও কার্য্য-বহুলতার মধ্যেও প্রাণটা কেমন জড় ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে; জীবনটা যেন একটা কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

"Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around,
Nor that content surpassing wealth

The sage in meditation found,
And walked with inward glory crown'd.
Nor fame, nor power, nor love nor leisure;
Others I see whom these surround
Smiling they live, and call life pleasure;
To me that cup has been dealt in another measure."

"হৃদয়ে নাহিক আশা, স্বাস্থ্য নাহি দেহে,
না আছে অন্তরে শান্তি, বাহিরে আরাম;
পরাণে সন্তোষ নাই,—অমূল্য রতন,
ভক্তি-যোগে লভে যাহা ভক্ত-যোগিগণ;—
নাহি যশ, নাহি শক্তি, প্রেম কি বিশ্রাম!
চারিদিকে হেরি নর, এ সুখ সৌভাগ্য
ঘেরিয়াছে যাহাদেরে,—হাসিমুখে তারা
কাটে দিন,—বলে, সুখের জীবন!
ভাগ্যলিপি অন্য ছন্দে রচিত আমার,
মোর প্রতি বিধাতার অপর বিধান!"

---

২৩ এ মাঘ, শনিবার।

" Who hath not won a name, and seeks not noble works
Belongs to the elements:"

"যশ না লভেছে যেই, ঢালেনা যে প্রাণ
পবিত্র, মহত কাজে,—ভৌতিক প্রপঞ্চ
লয়ে আছে সে কেবল!"

কথাটী বড় সত্য, আমার প্রাণে বড়ই লাগিয়াছে। আমি আজ পর্য্যন্ত কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছি, কখনও কাহারও জন্য বা কোনও সৎকার্য্যে আমার প্রাণের উৎসাহ জাগিয়া উঠে নাই;

তাহাতেই এই বিষম যাতনা, এ মর্ম্মভেদি হাহাকার, এ নিদারুণ অতৃপ্তি!

১লা ফাল্গুন, মঙ্গলবার। "My chief enemy, the enemy through whom all other foes reach me is my *self*: that self-love which was born with me, grew faster than my mental growth, and has been strengthened by my passions, by my natural want of perception, the weakness of my will, the abuse I have made of my freedom, my bad habits and sins. My very efforts to overcome it seem to give it new strength."

"আমার প্রধান শত্রু, যে শত্রুর সাহায্যে আমার অপর শত্রুগণ আসিয়া আমাকে ঘেরিয়াছে, সে আমার অহঙ্কার,—সে সেই আত্ম-প্রেম যে আমার এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার মানসিক বিকাশ হইতে না হইতে প্রবলবেগে বাড়িয়া পড়িয়াছে; এবং আমার স্বাভাবিক অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা দ্বারা, আমার রিপুসকলের প্রাবল্যে, আমার ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতায়, আমার স্বাধীনতার অপব্যবহারে, আমার কু অভ্যাসে ও পাপের সাহায্যে এখন যাহার নিরতিশয় বলবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাকে দমন করিবার জন্য আমি যত চেষ্টা করি, তত যেন সে নূতন বল লাভ করে!"

এই কথা গুলিতে কি আশ্চর্য্যরূপে আমার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিতেছে। আমি আজ পর্য্যন্ত আত্মপ্রেমের দ্বারাই জীবনটাকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি। এখন তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য যা কিছু চেষ্টা করি, সকলই নিষ্ফল হইয়া যায়! অপরের সেবা করিতে চাই,—কিন্তু সেরূপ ভাবে পারি কৈ? আপনাকে ভুলিতে পারি না কেন? হায় হায়, কবে এমন দিন হবে, যখন আমি আপনার ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর সুখ দুঃখের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অপরের

কার্য্যে সত্য সত্যই জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব? যত দিন না তা' পারিয়াছি ততদিন আর প্রাণের এ হাহাকার নিবৃত্তি হইবে না।

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। আর এখানে বেশী দিন থাকা হইবে না। দাদাকে লিখিয়াছি দু দিনের মধ্যেই এস্থান পরিত্যাগ করিব। কোথায় যাব?—এখনও জানি না। কোথায় গেলে প্রাণ জাগিবে বুঝি না। কিন্তু এখানে আর তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করে না। একে মন ভাল নহে; তাতে আবার গরম ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; শরীর ও মন দুই যেন বড় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। হয়ত একবার দেশেই ফিরিয়া যাইব।

দাদাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি; আগামী কল্যই কলিকাতার দিকে যাত্রা করিব।

১৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। এখনও আমি গিরিধিতেই আছি; কেন যে আছি, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া, সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, যাওয়ার সময় কেমন অনিচ্ছা হইল, তাই গেলাম না। তার পর ছয় দিন চলিয়া গেল, আমার আর গিরিধি ছাড়া হইল না। পড়াশুনা একরূপ বন্ধ হইয়াছে, কেবল কখনও কখনও একটুকু আধটুকু কবিতা বা নাটক পড়িয়া থাকি, অপর সময় কেবল হয় চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকি, না হয় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই। এই ভাবেই কি দিন যাবে নাকি? জীবনের কি এতদপেক্ষা আর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য বা উচ্চতর কাজ নাই? বিবেক কেমন বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার। আর কত দিন আপনাকে আপনি প্রবঞ্চনা করিব? সে দিন, সেই সন্ধ্যার সময়, সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ে যাহা দেখিয়া-

ছিলাম, তাহাতেই আমাকে এখনও এস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহাতেই আমি প্রতিদিন, তাই দেখিবার জন্য ঐ পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই, সেই বৃক্ষতলে বসিয়া থাকি।

To see him, him only
At the pane I sit,
To meet him, him only,
The house I quit.

দেখিতে তাহারে, কেবল তাহারে,
দুয়ারে আমি বসিয়া রই,
মিলিতে তা' সনে, কেবল তা' সনে
ঘর হ'তে আমি বাহির হই।

মার্গেরেট্ প্রাণের কি গভীর উচ্ছ্বাসে যে একথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি।

And the magic flow
Of his talk—

এবং তাহার মোহিনী বাণী ;—

বাণী নয়,—কিন্তু সেই সঙ্গীতের সেই মোহিনী ধ্বনি এখনও কানে বাজিতেছে ; তাহা শুনিবার জন্যই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই নির্জ্জন পাহাড়ে বসিয়া থাকি।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন থাকিব ? আমি কি এতই দুর্ব্বল যে একটী সঙ্গীত শুনিবার জন্য, বা একখানি অপরিচিত মুখ দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করিবার আশায়, জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া এরূপ-ভাবে এখানে পড়িয়া থাকিব। এই সংকল্প করিলাম,—কল্যই ;—না, কল্য নহে,—কিন্তু পরশ্ব নিশ্চয়ই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

---

২৮ এ ফাল্গুন সোমবার। এখনও গিরিধিতেই আছি। আট দিন পূর্ব্বে নিশ্চয়ই যাবার কথা ছিল ! কিন্তু কি করিব মানুষ অবস্থার দাস। একটী ঘটনাতে আমার সমুদায় প্ল্যান্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। সে ঘটনা একখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়া। একখানি গাড়ীর চাকার উপরে মানুষের সুখ দুঃখ এত নির্ভর করে আগে জানিতাম না। এক খানা চাকা যদি না ভাঙ্গিত, আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব সুখের ভাণ্ডার চির দিনের মত হয়ত বন্ধ থাকিত ; প্রাণের একটা আশা চিরজীবন অপূর্ণ থাকিত ; হৃদয়ের একটা দিক্ আমরণ হয়ত গভীর অন্ধকারে ঢাকা থাকিত। একখানা গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া আমার জীবনে কি এক নূতন আনন্দ, হৃদয়ে কি এক নূতন উৎসাহ ; প্রাণে কি এক অভিনব প্রাণতা ঢালিয়া দিয়াছে ! ইহাতে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে কি বিপ্লব উপস্থিত করিবে কেবল বিধাতাই তাহা জানেন্ !

গিরিধি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার পচম্বায় যাইয়া দাদার বন্ধু, র—বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসা উচিত মনে করিয়া একখানি গাড়ী করিয়া সেখানে যাই। আসিবার কালে আমার সমক্ষেই, পথিমধ্যে একটা গরুর গাড়ী সঙ্গে টক্কর লাগিয়া একটী ভদ্রলোকের গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভদ্রলোকটী সপরিবারে কোথাও যাইতিছিলেন। সে খানে আর গাড়ী পাইবার সুবিধা নাই। দুইটী ভদ্র মহিলা এবং একটী বালিকাকে লইয়া পথিমধ্যে ভগ্ন শকটে, ভদ্রলোকটী বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। আমি বালিকাটীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। সেও যেন, আমাকে দেখিয়া চিনিল ; রমণীদ্বয়ের মধ্য খানে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে ভদ্র লোকটীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে আমার গাড়ীখানা অর্পণ করিলাম। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আপনি কি করিয়া যাইবেন ?" আমি বলিতেছিলাম হাঁটিয়া

যাইব; কিন্তু তা আর একেবারে বলা হইল না। আমি বলিলাম এখন রৌদ্র পড়িয়াছে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে গাড়ীর উপরে বসিয়া যাইব; তাতে আমার আরাম বেশী ভিন্ন কম হইবে না; আর নতুবা হাঁটিয়াই যাইব। ভদ্রলোকটী;—"হাঁটিয়া যাইবেন কেন?"—এই বলিয়া মহিলা দুটী ও বালিকাটীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"চলুন, আমরা দুজনেই গাড়ীর ছাদে বসিয়া যাই।" সুতরাং আমরা দুজনেই গাড়ীর উপরে বসিয়া চলিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের উভয়ের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তিনিও আমাকে জানিতেন; আমিও তাঁহাকে জানিতাম; কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কখনও ইতিপূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। ভদ্রলোকটী ললিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তার পরলোক গমনের পর, শরীর মন বড় খারাপ হইয়া যায়। তাই দুই বৎসরের বিদায় গ্রহণ করিয়া নানা স্থানে আমারি মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ললিতের প্রেম তাহার পরিবারের সঙ্গে আমাকে এক অতি মনোহর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছে।

১লা বৈশাখ রবিবার। আমার অলক্ষিতে যেন জীবনে কেমন একটা নূতন স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাণের সে নির্জ্জীবতা যেন ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। হৃদয়ের সে গভীর নিরাশা যেন ক্রমে বিদূরিত হইতেছে। অন্তরের সে শূন্য হাহাকার যেন ক্রমে নীরব হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যাহা ভাল লাগিত, এখন আর তাহা ভাল লাগে না। পূর্ব্বে যাহাতে প্রাণ আন্দোলিত হইত, এখন তাহাতে আর প্রাণকে জাগাইতে পারিতেছে না। আর পূর্ব্বে যাহা ভাল লাগিত না, এখন তাহা মধুর হইতে মধুর হইয়াছে;—পূর্ব্বে যাহাতে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না, এখন তাহাতে প্রাণে

ঝড় বহিয়া থাকে। মহা কবি এমার্সনের গ্রন্থ আমি আগেও অনেকবার পড়িয়াছি; কিন্তু বেশী গভীর ভাবে তাহাতে মন নিবিষ্ট হইত না। তাঁর সে সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা ধূয়োঁর মত, আঁধারের মত কুয়াসার মত, অস্পষ্ট ও অবোধ্য মনে হইত। এখন দেখিতেছি তাহা কত সত্য! শরীরে চিন্তা করিতে পারে, রং কথা কয়, হাত পা এত সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, একথা আগে জানিতাম না। এখন সত্য সত্যই দেখিতেছি,

"Her pure and eloquent blood
Spoke in her cheeks, and so distinctly wrought,
That one might almost say, her body thought."

"বিমল শোণিত তার জীবন্ত ভাষায়,
কাহিনী মধুর শত কহে গণ্ড দিয়া;—
আলিঙ্গিয়া শুভ্র তনু, চরে হেন ভাবে,
মনে হয় যেন তার, সুধু মন নহে,
সমস্ত শরীর বুঝি,—রক্তমাংস পিণ্ড,—
ভাবে চিন্তে,—চাহে ভেদে জীবন-রহস্য।"

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম এমার্সন পড়ি, তখন,—

In the noon and afternoon of life we still throb at the recollection of days when happiness was not happy enough, but must be drugged with the relish of pain and fear; for he touched the secret of the matter, who said of love,

"All other pleasures are not worth its pains;"

and when the day was not long enough, but the night, too, must be consumed in keen recollections; when the head boiled all night on the pillow with the generous deed it resolved on; when the moonlight was a pleasing fever,

and the stars were letters, and the flowers ciphers, and the air was coined into song; when all business seemed an impertinence, and all the men and women running to and fro in the streets mere pictures."——

এই সকল কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সুখ দুঃখ ও ভয়ের সঙ্গে মিশ্রিত না হইলে পূর্ণ সুখ হয় না; চন্দ্রালোক কেবল সুখকর নহে কিন্তু তাহাতে গাত্রে জ্বর আসে, নক্ষত্র সকল বর্ণমালা, পুষ্প সকল গণিতাঙ্ক, বায়ু নীরব সঙ্গীত, বিষয় কার্য্য দৃষ্টতা, এবং সমুদায় নরনারী প্রাণশূন্য প্রতিমূর্ত্তি; এসকল কথা পড়িয়া মনে মনে কত হাসিতাম, আর বলিতাম, এ লোকটা কি পাগল! কি mystic! কিন্তু এখন বুঝিয়াছি ইহার প্রতি পংক্তি, প্রতি অক্ষর কত গভীর সত্য প্রচার করিতেছে।

৩য়।

নব দম্পতী

"Love took up the glass of Time,
And turn'd it in his glowing hands;
Every moment, lightly shaken,
Ran itself in golden sands.
Love took up the harp of Life,
And smote on all the chords with might;
Smote the chord of Self, that, trembling,
Pass'd in music out of sight."

১।

সুনীতির কথা।

এত সুখ আমার ভাগ্যে ছিল, আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। বাল্যকাল হইতে অনেক সুখ কল্পনা করিয়াছি, নির্জ্জনে বসিয়া কত সুখের ঘর রচনা করিয়াছি, কিন্তু এ যে সুখ, এ যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহা কখনও কল্পনাতেও আসে নাই। লোকে ঘর করে দেখিয়াছি; বিবাহ করে দেখিয়াছি; বিবাহের ঘটা দেখিয়া—খাওয়া দাওয়া, আমোদ আহ্লাদ; গান বাজানা, বাজি তামাসা,—এ সকল দেখিয়া বিবাহ একটা সুখের ব্যাপার তাও খুবই মনে করিতাম; কিন্তু এরই নাম যে বিবাহ, এ কথা তো কখনও ভাবি নাই! প্রাণে যে তাহাতে এতো আলো জ্বলে তাতো কখনও জানিতাম না! শরীর মন যে তাহাতে এমনি ভাবে গলিয়া অমৃতে পরিণত হয়, এ কল্পনা তো কখনও করি নাই! কাব্যে যে অমৃতের কথা আছে, এই কি সেই অমৃত? ধর্ম্মে যে স্বর্গের কথা বলে, এই কি সেই স্বর্গ?

খাটিয়া লোক ক্লান্ত হয়, শরীর অবসন্ন হয়, মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে এই তো এত দিন জানিতাম। কিন্তু পরিশ্রমে এত সুখ, ক্লান্তিতে এত আরাম, অপরের সেবায় এত আনন্দ কে জানিত? বিশ্রামে এত ক্লেশ, তা তো কখনও জানি নাই। তাঁর জন্য যতক্ষণ পরিশ্রম করি, তাঁর কাপড়গুলি যতক্ষণ গুছাইয়া রাখি, তাঁর টেবিলটী যতক্ষণ পরিস্কার করি, তাঁর জন্য যতক্ষণ ভাল ভাল ব্যঞ্জন ও সুখাদ্য পিষ্টকাদি রন্ধন করি, ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিলে যতক্ষণ তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা করি,—তাঁর ঘর্ম্মাক্ত মুখ খানিতে আঁচল দিয়া বাতাস করি,—ততক্ষণই কেবল মনে হয়, দেহে জীবন আছে; জীবনে সুখ আছে; সুখে শান্তি আছে; শান্তিতে পুণ্য আছে। তিনি

যদি কখনও বিদেশে যান, তাঁর জন্য যদি রাঁধিতে না হয়, তাঁর ঘর যদি গুছাইতে না হয়, তাঁর টেবিল যদি পরিষ্কার করিতে না হয়,—আমার দিন যেন দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়,—পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিতে যেন জীবন বিষময় হইয়া উঠে। তাঁর গায়ে যদি সারারাত বাতাস করিতে না পারি, আমার নিদ্রা হয় না,—মনে হয় রাত্রিটা আজ বিফলে গেল। তিনি যখন বাড়ী না থাকেন, তখনও কত কাজ খুঁজিয়া বাহির করি;—তাঁর জামাটা কোথায় ছেঁড়া আছে, মোজা জোড়ার কোথায় রিপুর দরকার, কোটটা কোথায় সেলাই করিতে হইবে, এই সকল অনুসন্ধান করিয়া তাহাতেই সময় কাটাই,—তাতেও মনে হয় যেন জীবন সার্থক হইতেছে। তাঁর সেবা সুশ্রূষা করিবার ইচ্ছাটা এত বলবতী হইয়াছে, তাহাতে প্রাণে এত গভীর আনন্দ পাই যে,—বলিতে লজ্জা হয়—এমন কি আমার অনেক সময় সাধ যায় তাঁর কোনও রোগ হউক, আর আমি দিন রাত্রি অবিরাম তাঁর নিকটে বসিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সেবা সুশ্রূষা করি। কতবার এই সাধ মনে উঠে ও আপনাকে আপনি শত ধিক্কার দি!

আগে আমার বন্ধুবান্ধবদিগকে কত ভাল লাগিত! এখন আর তেমন ভাল লাগে না। তাঁহারা যদি দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেন, বেশীক্ষণ যদি আমাকে তাঁর কাজ বা তাঁর কাছ হইতে দূরে রাখেন, বড় বিরক্তি বোধ হয়; সর্ব্বদাই মনে হয়, এঁরা কখন চলিয়া যাইবেন? সন্ধ্যার সময় তিনি ঘরে আসিয়া বসিলে, আমার প্রাণে যেন শত চন্দ্রের উদয় হয়; আর তখন যদি অন্য কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, দুই জনে ঘর পরিপূর্ণ করিয়া বসিয়াছিলাম, তিন জন হইলেই ঘর শূন্য হইয়া যায়, এবং মনে মনে তৃতীয় ব্যক্তিকে কত অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা হয়। সংসারের লোকে একথা বোঝে না যে, যেখানে দুজন

বসিয়া থাকে, সেখানে তৃতীয়ের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তারা মনে করে, বাহিরের কাজই কাজ, আফিসের কর্ম্মই কর্ম্ম, লেখা পড়ার ব্যাঘাত দেওয়াই অন্যায়। কিন্তু সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোকে, নির্জ্জন গৃহে চারিটী চক্ষু মিলিত হইলে, একের চক্ষু যে অপরের প্রাণে জগতের সমুদায় জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় সৌন্দর্য্য, স্বর্গের সমুদায় পুণ্য ঢালিয়া দিতে পারে, এ কথা তাহারা বোঝে না। স্বামী স্ত্রীর নির্জ্জনে, নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকা যে বৈবাহিক জীবনের একটী অতি পবিত্র কার্য্য, ইহা যে সাধুজীবনের নীরব প্রার্থনার মত হৃদয়ে পুণ্য, প্রেম, শান্তি ও বলের সঞ্চার করে, সংসারের লোকে ইহা জানে না। তাই তাহারা কাজ নাই বলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আসিয়া আমাদের কত পবিত্র সুখের, কত গুরুতর কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত দিয়া থাকে।

আগে আমি লোকজন এত ভাল বাসিতাম! বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে আর আনন্দ ধরিত না। ছেলে বেলা, শুনিয়াছি, আমি পথের লোক ডাকিয়া ঘরে বসাইতাম ও তাহাদের সঙ্গে কত কথা কহিতাম। এখন আর লোক জন তেমন ভাল লাগে না; লাগিবেই বা কেন? তিনি একাই যে এক সহস্র!

কিন্তু তিনি তো কেবল আমার নিকটে নীরব হইয়া বসিয়া থাকেন না। তাঁহার রসনা হইতে তখন কত জ্ঞানের কথা, কত প্রেমের কাহিনী, কত পুণ্যের ইতিহাস ফুটিতে থাকে। তাঁহার সেই গভীর চিন্তাশক্তি, সেই বিস্তৃত জ্ঞানরাশি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া যাই! তিনি এত জানেন! এত বোঝেন! আমি কি এক সামান্য, অজ্ঞ রমণী,—আর আমার নিকটে বসিলে তাঁহার মহৎ প্রাণ এমনি ভাবে খুলিয়া যায় দেখিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয় অপার সুখে ভাসিতে থাকে, এবং মনে মনে ভগবানকে কতবার ভক্তিভরে প্রণাম করে।

আর তিনি যদি নীরব থাকিতেন, তাতেই কি আমার সুখ কম

হইত? তিনি আমার হৃদয় মনের আহার এইরূপ ভাবে প্রতিদিন যোগান বলিয়াই যে আমি এত সুখী, তাহা নহে। তিনি যদি কিছু না করেন, কেবল আমার নিকটে বসিয়া থাকেন, কেবল যদি আমি তাঁর দেবোপম মুখখানি প্রাণ খুলিয়া, চোক ভরিয়া দেখিতে পাই, তাহাতেই পরম সুখী হই। তিনিই সে দিন বলিয়াছিলেন :—

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণং সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

কিছু না করিয়া সে কেবল নিকটে থাকিলেই সমুদয় দুঃখ দূর হইয়া যায়;—যে যার প্রিয়জন সে তার নিকট কি না বস্তু!

কিন্তু এ অতুল সুখের মধ্যেও আমার প্রাণ সদাই কাঁপিয়া উঠে। সংসারে কত লোক ঘর করিতেছে, হয়ত তাহাদের বিবাহেও এইরূপ এত সুখের আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সে আশা শুকাইয়া গিয়াছে! কত লোকের হয়ত বৈবাহিক জীবনের আরম্ভে, প্রেম সূর্য্যের উদয়ে ভাগ্য এরূপ মধুময় হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত! আমার জীবনে যে চিররৌদ্র, চিরবসন্ত, থাকিবে কে জানে? তাই বড় ভয় হয়; সর্ব্বদা কম্পিতপ্রাণে এ সুখরাশি উপভোগ করি।

হে ঈশ্বর! এমন স্বামীরত্ন যদি দিলে, এত সুখের অধিকারী যদি করিলে, এত উন্নতির পথ যদি খুলিলে, দেখ দেব! যেন হেলায় এ সুখ হারাই না। দেখ প্রভো! দেখ, নিজ দোষে যেন এমন স্বর্গের সম্বন্ধ মলিন না করি! সংসারের মন্দ হাওয়াতে যেন স্বর্গের প্রেম শুকাইয়া না যায়!

২।

বিনয়ের কথা।

বিবাহটা কেবল সুখের ব্যাপার বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু সে সুখের সঙ্গে যে এত অশান্তি, এত দুর্ভাবনা, এত ভীতি ও এত আশঙ্কা মিশ্রিত থাকে তাহা তো কখনও মনে করি নাই। ভাবিয়াছিলাম বিবাহ করিয়া সুকোমল ফুলদলে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিব, আর কেবল পরী-জগতের রূপের লহরী গণিয়া, দিবা যামিনী কাটাইব; প্রাণের কোথাও ক্লেশ, কোথাও অশান্তি, কোথাও কোনও ভয় ভাবনা থাকিবে না;—কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, অপ্রতিহত শান্তি, বিমল সুখ উপভোগ করিব। সুখ পাইয়াছি সত্য—যেমন সুখ জীবনে আর কখনও পাই নাই তেমন সুখ পাইয়াছি; কিন্তু তাহা তো তেমন অমিশ্র সুখ নহে। শান্তি পাইয়াছি বটে—এমন শান্তি মানুষ ভোগ করিতে পারে, আগে কল্পনাও করি নাই;—তেমন গভীর শান্তি পাইয়াছি সত্য; কিন্তু সেও তো পূর্ণ শান্তি নহে। এ সুখেতেও কেন দুঃখের ছায়া পড়িয়া থাকে? এমন মধুর শান্তিতেও কেন দুর্ভাবনার বিষ মিশাইয়া থাকে? তাঁর চাঁদ মুখখানি যখন দেখি; তাঁর চক্ষু দুটী যখন প্রেমে আতট পূর্ণ হইয়া, পূর্ণিমার জোয়ারের মত উৎসাহে ও উল্লাসে আমার চক্ষুর উপরে আসিয়া ঢলিয়া পড়ে,—তখন প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের লহরী খেলিতে আরম্ভ করে, তনুমনপ্রাণ তখন যে এক স্বর্গীয় উল্লাসে পুলকিত হইয়া উঠে, তার সঙ্গে তুলনা হয়, তেমন সুখ, তেমন গভীর, তেমন উচ্ছ্বসিত আনন্দ পৃথিবীর আর কোথায় পাওয়া যায়? সন্ধ্যা-সমাগমে শ্রমক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে গৃহে আসিয়া বসিলে, আমার নিকটে বসিয়া, আমার উরুদেশে কোমল হাতখানি রাখিয়া, আমার মুখের

দিকে তাকাইয়া, ভাবে বিভোর হইয়া, যখন তাঁর সেই অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠে গগনমেদিনী কাঁপাইয়া মধুর সঙ্গীত বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন সেই অমৃতে অবগাহন করিয়া প্রাণ পুলকে পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্তের কোলে উড়িবার জন্য লালায়িত হয়,—তখনকার সে আনন্দের সঙ্গে তুলনা হয়, এমন আনন্দ জগতে আর কোথায় আছে? তাঁহার মধুর চুম্বনে তনু মন প্রাণ যখন পুলকে বিবশ হইয়া যায়, তখন প্রাণে যে উল্লাসের সঞ্চার হয়;—তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে যখন

"সুখমিতি বা দুখমিতি বা প্রবোধ নিদ্রা বা
কিমু বিষবিসর্পি, কিমু মদঃ—"

কিছুই বুঝিতে পারি না; তখনকার যে সুখ, যে উল্লাস, যে অতুল আনন্দ তার মূল্য সমস্ত পৃথিবী দিতে পারে না! সুখ যে আমার ভাগ্যে অল্প জুটিয়াছে তাহা তো নয়! বরং ইহাই অনেক সময় মনে হয় আমি কে যে এত সুখের অধিকারী হইব? আমার এমন কি আছে যে এমন রমণী রত্নের প্রেম উপভোগ করিব? সুখ তো আমার অল্প নহে। কিন্তু এ সুখ,—এত সুখ,—এত গভীর যে সুখ তাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় না কেন? এমন যে শান্তি তার মধ্যেও প্রাণ দুর্ভাবনায় অস্থির হয় কেন?

Misgivings hard to vanquish or control.
Mix with the day, and cross the hour of rest.

দুর্ভাবনা কি গভীর! দুর্দ্দান্ত, দুর্জ্জয়!
দিবসের কার্য্য সনে মিশে থাকে সদা,
নিশীথে শ্রান্তির মাঝে আসি দেখা দেয়!

পথের ভিখারী যেমন পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা বহুমূল্য চন্দ্রকান্ত মণি কুড়াইয়া পাইলে, তাহাকে কোথায় রাখিবে জানে না,

আমিও তাঁহাকে তেমনি কোথায় রাখিব বুঝিতে পারি না। রাত্রি কালে যেমন ঘুমের ঘোরেও সে বারম্বার আপনার অঞ্চল খুঁজিয়া দেখে,—সে অমূল্য ধন তার আছে কিনা? সেইরূপ দিবসের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে, গভীর নিশীথে ঘুমের আবেশেও প্রতিনিয়তই যেন আমার প্রাণও ভয়কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। যত ক্ষণ গৃহে থাকি, তাঁর পদশব্দ বা তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেই যেন আমার হৃদয় শান্ত থাকে। আর এক মুহূর্ত্তের জন্য সে মধুর ধ্বনি নীরব হইলে প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। যখন তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকি, যখন তাঁহাকে বুকে ধরিয়া ধরাতলে স্বর্গের আভাস পাই, তখনও কেন প্রাণের এ আশঙ্কা, অন্তরের এ দুশ্চিন্তা, হৃদয়ের এ দুর্ভাবনা দূর হয় না? তাঁহাকে আদর করিতে করিতে কতবার যে প্রাণটা তাঁর স্নিগ্ধ কোমল চক্ষু দুটীর ভিতরে ডুবিয়া তার অন্তস্তলে কোথায় কোনও বিষাদ, কোনও দুঃখ, কোনও ক্লেশ, কোনও অশান্তি আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়!

মানুষের যত ইন্দ্রিয় বাড়ে, অনুভূতি শক্তির যত বিকাশ হয়, ততই তার সুখ দুঃখও বৃদ্ধি পায়। বিবাহে যে এত সুখ এবং এত দুঃখ তার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল বিবাহে মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে দশটা ইন্দ্রিয় হইয়া যায়। এত কাল কেবল শরীরের পাঁচটা ইন্দ্রিয় লইয়া ঘর করিতেছিলাম, এখন আত্মারও পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলিয়াছে, তাই এখন দশ দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণে অহর্নিশ সুখ দুঃখ যাতায়াত করিতেছে। গ্রীকসাহিত্যে একটি অতি সুন্দর উপাখ্যান আছে। আণ্ডাইন নাম্নী এক জলদেবী এক বীর পুরুষের প্রেমে আবদ্ধ হন। আণ্ডাইন এই বীর পুরুষকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন; বীরপুরুষও আণ্ডাইনকে আপনার ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল।

স্বর্গের দেবতারা জলদেবীর বিবাহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেবাধিদেব ইন্দ্র আণ্ডাইনের বিবাহে তাহাকে একটি আত্মা যৌতুক দিয়া গেলেন। জলদেবীদিগের আত্মা থাকে না, আণ্ডাইন বিবাহ করিয়া আত্মা পাইলেন। এটী কেবল কবির কল্পনা নহে। বিবাহে—বিবাহ যখন প্রকৃত প্রেমের বন্ধন হয়—বস্তুতঃই মানুষ আত্মা লাভ করে। এতকাল কেবল শরীর লইয়াই ঘর করিতেছিলাম, কিন্তু এখন আত্মার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে যেন চক্ষু মেলিতেছে। শরীরের প্রাবল্যে, আমিত্বের দৌরাত্ম্যে, আত্মা ম্রিয়মাণ, নির্জ্জীব, অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; এখন যেই আমিত্বটা তুমিত্বের মধ্যে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার উপক্রম করিতেছে, অমনি আত্মা সজাগ হইয়া চক্ষু মেলিতেছে। লোকে বলে বিবাহে মানুষ ইন্দ্রিয়াশক্ত হয়, মিথ্যা কথা! আমি দেখিতেছি বিবাহ মানুষকে ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাহিরে লইয়া যায়। বিবাহে আত্মার চক্ষু, কর্ণ, রসনা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে ফুটাইয়া বাহিরের ইন্দ্রিয়ের মূল্য হ্রাস করিয়া দেয়। এত কাল জানিতাম যে কেবল চক্ষুতেই দেখা যায়, কেবল রেটিনার গুণে বাহ্য বস্তুর ছায়া আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়,—এখন দেখিতেছি, রেটিনার কার্য্য বন্ধ করিলে যেমন দেখা যায়, তেমন চক্ষু খুলিলে দেখা যায় না। তখন অন্ধকারকে বড় ভয় হইত, বাহিরের আলোক নিভিলে, চক্ষু নাকি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাই বলিয়া;—কিন্তু এখন বাহিরের আলোককে অতি তুচ্ছ মনে হয়।

Let the Sun be missed from heaven
When the soul is bright with morn!
What the world has never given
Now within our hearts is born!

নিভে যা'ক সূর্য্য আজ,—চাহিনে তাহারে,

প্রেমসূর্য্য উদয়েতে অন্তর আকাশ
উজ্জ্বল হয়েছে যবে উষার আলোকে!—
পৃথিবীর মাটী ধূলি পারে না যা' দিতে
সে অমূল্য নিধি মোরা পেয়েছি হৃদয়ে!

আগে জানিতাম রসনা না হইলে প্রাণের ভাব ব্যক্ত হয় না; এখন দেখি রসনা যখন নীরব হয় তখনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাগ্মীতা প্রকাশ পায়। কাণটা যতক্ষণ খোলা থাকে ততক্ষণ বাহিরের শব্দই কেবল শুনি,—ঈর্ষা দ্বেষে, নিন্দা কুৎসাতে, কাণ ঝালা পালা হইয়া যায়, কিন্তু যখন গভীর নিশীথে, নীরব নিস্তব্ধ আকাশের নীচে, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া, বাহিরের কাণ দুটাকে বন্ধ করিয়া, নক্ষত্রের নৃত্য দেখিতে থাকি, তখন প্রাণের কাণে অনন্ত সঙ্গীত শুনিয়া আত্মা বিমোহিত হইয়া পুলকে উছলিয়া পড়ে।

মানুষ দান করিয়া দীন হয়। আজ যে রাজা সর্ব্বস্ব দান করিলে সে কাল পথের ভিখারী হয়—একথাই তো জানিতাম। হরিশ্চন্দ্রের যে এমন সুন্দর উপাখ্যান, তাতেও তো এই কথাই বলে। কিন্তু ফকির যে, সে আপনার যথা সর্ব্বস্ব—আপনার ছেড়া কাঁথা ও ভাঙ্গা লোটাটা দিয়া, লক্ষপতি হয় একথা কে কবে শুনিয়াছে? কিন্তু বিবাহে,—যখন সে বিবাহ প্রেমের বিবাহ হয়,—বিধাতা স্বয়ং আসিয়া যাহাদের হাতে সুতো বাঁধিয়া দেন,—সেই বিবাহে, ফকির আপনার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া সত্য সত্যই রাজা হয়! সে বিবাহে মানুষ বস্তুতঃই আত্মা লাভ করে।

In giving him to another he still more gives him to himself. He is a new man, with new perceptions, new and keener purposes, and a religious solemnity of character. He does no longer appertain to his family and society; he is somewhat; he is a person; he is a soul!

ছিল পাঁচটা ইন্দ্রিয়—একরত্তি প্রাণ। সেই পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে তাঁর চরণে ফেলিয়া দিয়া, তাঁর সেবায় নিযুক্ত করিলাম দেখি দশটা ইন্দ্রিয় হইয়া গিয়াছে ;—সেই এক রত্তি প্রাণকে তাঁর হাতে তুলিয়া দিয়া, দেখি যে সমস্ত জীবনটা প্রাণময় হইয়া গিয়াছে! যেখানে প্রাণ সেখানেই দুঃখানুভূতি, সেখানেই সুখভোগ। প্রাণটা এত বড় হইয়াছে,—প্রাণটা সমুদায় দেহ মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই তো এ সুখের মধ্যেও এত দুঃখ, এ শান্তির মধ্যেও এত অশান্তি ; এ অতুল আনন্দের মধ্যেও এত দুর্ভাবনা!

৪র্থ।

গৃহিণী না সহধর্ম্মিনী ?

"Love prays. It makes covenants with Eternal Power in behalf of this dear mate."

১।

বিনয়ের দৈনন্দিন লিপি।

১লা আষাঢ়—গত কল্য সুনীতি পিত্রালয়ে গিয়াছেন। দ্বিবৎসরাধিক কাল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এই প্রথম বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ এত কষ্টকর হইবে আগে ভাবিতে পারি নাই। মাস ছুমাস কাল পরেই আবার মিলন হইবে, সর্ব্বদা চিঠি পত্র পাইব, সময় সময় গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিব; এ আর বেশী কষ্ট কি হইবে, তাই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি এই অল্পদিনের বিচ্ছেদও কি দারুণ যাতনার ব্যাপার। একখানি মুখ ঘরে ছুটিয়া নাই, তাহাতেই ঘরটী যেন গাঢ় অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। ছুখানি পা দালানে ঘুরিয়া বেড়ায় না, তাতেই যেন বাড়ীটা মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে। একটী কণ্ঠের ধ্বনি নীরব হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে যেন রবিন্‌সন্ ক্রুশের ন্যায় এক নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে বাস করিতেছি। কাজ করিবার সময় একখানি কোমল হস্ত মৃদুভাবে মাঝে মাঝে স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছে না বলিয়া কাজে, এত যে সাধের লেখা পড়া তাহাতেও, আর মন বসিতেছে না। আমার গৃহে যেন আজ আর আলোক নাই, আমার পরিবারে যেন আজ আর জীবন নাই, আমার প্রাণে যেন আজ আর সুখ নাই! কি নিদারুণ আসক্তি! এখনও পূর্ণ এক দিন হয় নাই তিনি গিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেই মনে হইতেছে যেন কতকাল তাঁর চাঁদ মুখখানি দেখি নাই।

৫ই আষাঢ়—শাস্ত্রে মহাদেবকে ভিক্ষুকের বেশে সাজাইয়াছে। ইহার গভীর মর্ম্ম এতদিনে বুঝিতে পারিতেছি। প্রেমিকের আদর্শ যে হইবে তাহাকে ভিক্ষুক না হইলে চলিবে কেন? কিন্তু কাহার দ্বারে সে ভিক্ষা করে? সে ভিক্ষা করে কি? সংসারের সামান্য

লোকেরা মনে করে যে প্রেমিক প্রিয়জনের দ্বারেই ভিখারী হয়? সে ভিক্ষা করে তাহার ভালবাসা;—তাহার আদর,—তাহার যত্ন,— তাহার চক্ষের একটী মৃদু চাহনি,—তাহার মুখের একটু মধুর হাসি। সে যাচ্ঞা করে—প্রতিদান। কিন্তু এ কি প্রেম? এ যে উঞ্ছবৃত্তি। এইরূপ প্রেমের আত্ম-দান কিরূপ? না স্বর্গের আনন্দ এবং শান্তির লোভে মর্ত্ত্যের দুদিনের সুখ ও ভোগবিলাসকে ছাড়িয়া দেওয়া;—পরলোকে অনন্তকাল অপ্সরাদিগের সহবাস সুখের আশায় ইহজীবনে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক যে সে দিয়াই সুখী, নিবার দিকে তার দৃষ্টি একবারে নাই। আপনার ধন রত্ন সমুদায় দিয়াও যার দিবার সাধ মিটে না বলিয়া অঙ্গের বস্ত্র খণ্ড পর্য্যন্ত দান করিয়া, আপনি কঠোর বল্কল বা ঘৃণিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে,—সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে ভিক্ষুকের বেশে জগতে বাহির হয়, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রীতিকর, যাহা কিছু মঙ্গলপ্রদ তাই ভিক্ষা করিয়া আনিয়া প্রিয়জনের চরণে অর্পণ করে, সেই তো প্রেমিক! সর্ব্বস্ব দিয়া যখন সে দীন হীন কাঙ্গাল হয়, তার নিজের যখন আর কিছুই দিবার থাকে না, তখন সে দীন বেশে, ভগবানের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকটে করযোড়ে এই নিবেদন করে,—"প্রভো! আমার যা ছিল তাহা তো সকলি আমি তাঁহাকে দিয়াছি;—চেয়ে দেখ, অঙ্গের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত সেই চরণে অর্পণ করিয়া আসিয়াছি, পৃথিবীর সার পদার্থ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সকলই তো দিয়াছি, কিন্তু দেব, আমার দিবার সাধ যে এখনও মিটিল না। তাই তোমার দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে আসিয়াছি। বিশ্বরাজ, তোমার রাজকোষে সে সকল অক্ষয়রত্ন আছে, তার কিছু আমাকে দাও, আমি তাঁর চরণে সে গুলি অর্পণ করি। আমার যা ছিল তাহা দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছি; এখন তুমি তোমার

রাজ্যের শোভা ও সৌন্দর্য্য দিয়া তাঁহাকে সাজাও। তোমার ভাণ্ডারের অমৃত দিয়া তাঁহার উদর পূর্ণ কর। তোমার শক্তি দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা কর। তোমার প্রেম ও পুণ্যের দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত কর। আমি তোমার নিকটে ইহারই ভিখারী হইয়াছি।"

১০ই আষাঢ়। আমি প্রার্থনা করাকে এত কাল ইচ্ছা শক্তির রোগ বলিয়া মনে করিতাম ও মহাকবি এমার্সনের কথায় বলিতাম;——

Mens prayers are a disease of the will.

ললিতের সঙ্গে এই বিষয় নিয়া কত তর্ক বিতর্ক হইত; প্রার্থনা করিত বলিয়া তাঁহাকে কত উপহাস, কত বিদ্রূপ করিতাম। কিন্তু আজ ক দিন হইতে আমি দিনের ভিতরে কতবার যে প্রার্থনা করি, তার ঠিকানা নাই। সুনীতি যে দিন চলিয়া যান, সে দিন আমাকে ডাকিয়া নিয়া, একান্তে বসিয়া, তিনি আমার জন্য কত প্রার্থনা করিলেন; অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের নিকট কতবার আমাকে নিরাপদে, শান্তিতে, সুখেতে, রাখিবার জন্য,—আমার শরীর সুস্থ, প্রাণ শান্ত রাখিবার জন্য,—এই বিচ্ছেদে যাহাতে অবসন্ন হইয়া না পড়ি, তদুপযোগী বল বিধান করিবার জন্য,—কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু আমি তাঁর জন্য একটী প্রার্থনাও করিতে পারিলাম না। তাঁর সেই ভক্তিপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ, কাতরোক্তি যেন অবোধ শিশুর জল্পনার মত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি যেই আমার চক্ষের আড়াল হইয়া গেলেন, তখন প্রাণ যেন সহসা সজাগ হইল। তখন সহসা বুঝিতে পারিলাম আর তাঁহাকে যত্ন করা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁর সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ নিবারণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সহসা রোগ হইলে আমি আর তাঁর কিছুই করিতে পারিব না; আমার জন্য প্রাণ অস্থির হইলে আর সান্ত্বনা দিতে পারিব না; তাই প্রাণ

আপনা হইতে বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্বর, দয়া করিয়া তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিও।" সেই দিন হইতে দিবা রাত্রি কতবার যে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি বলিতে পারি না!

* * * *

২।

সুনীতির পত্র।

২০এ আষাঢ়।

প্রাণপ্রতিম,—আজ প্রাতে তোমার মধুমাখা পত্রখানি পাইয়া প্রাণটা জুড়াইল। দু তিন দিন পত্র পাই নাই কেন? তাতে প্রাণটা নাকি বড়ই অস্থির হইয়াছিল, তাই তোমার এই পত্রখানি পাইয়া আরো বেশী আনন্দ হইয়াছে।

তুমি আমার জন্য ভাবিও না; আমি এখানে বেশ আছি; অর্থাৎ তোমাকে ছাড়িয়া যতটা সুখে থাকা সম্ভব ততটা সুখে আছি। তুমি আমার জীবনের এত বড় একটা অঙ্গ হইয়াছ, ইহা ইতিপূর্ব্বে এমন উজ্জলরূপে বুঝিতে পারি নাই। যাহাদের স্নেহে শিশুকাল হইতে লালিত পালিত হইয়াছি, যাহাদিগকে আপনার মত ভাল বাসিতাম, সেই সকল আত্মীয় বন্ধুদিগের মধ্যে থাকিয়াও আজ কেবল তোমার অভাবে প্রাণ শূন্য হইয়া আছে। শৈশবের দৃশ্যগুলি আগে কত মিষ্ট লাগিত, এখন আর সে সবে প্রাণ তৃপ্ত হয় না। কি করি নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এখানে পড়িয়া রহিয়াছি। দাদা ও বউ বড় ভাল বাসেন, আমি তাঁহাদের নিকটে দু দিন থাকি তাঁদের বড় ইচ্ছা,

তাই আছি; নতুবা সময় সময় মনে হয়, এখনি উড়িয়া গিয়া তোমার বুকে পড়ি।

তোমার সেখানে কত না কষ্ট হইতেছে! আমার তবুও এখানে যত্ন করিবার লোক আছে। তোমার সেখানে তুমি একেলা। কে তোমাকে খেতে দেয়? কে তোমার সেবা শুশ্রূষা করে? আর আমি যখন সেখানে নই, তখন যে তোমার খাওয়া দাওয়ার প্রতি কোনও যত্ন আছে, তা' বোধ হয় না। কিন্তু দেখ যেন, শরীরের প্রতি অযত্ন করিও না। তোমার বিন্দুমাত্র অসুখ হইলে আমি এখানে ছট্ ফট্ করিয়া মরিব, এই কথা মনে রাখিয়াও সময়মত স্নানাহার ও বিশ্রাম করিও।

তুমি আমার জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, শুনিয়া আমার প্রাণে যে কি আনন্দ ও কি শান্তি পাইয়াছি, তাহা আর কি লিখিব? আমি একটা সামান্য স্ত্রীলোক,—ভগবানের বিশেষ কৃপায় তোমার এমন অতুল ভালবাসার অধিকারী হইয়াছি,—আমার সুখদুঃখের জন্য ব্যস্ত হইয়া তুমি জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের সিংহাসন সমীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এ অপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে? এতদিনে জানিলাম আমার কাতর প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই; আমার সামান্য অশ্রুজলও ভগবানের সিংহাসন তলে গিয়া পড়িয়াছে!

প্রিয়তম! আজ প্রাণের একটী অতি গূঢ় কথা তোমাকে বলিব। যে কথা দ্বিবৎসরাধিক কাল প্রাণে প্রাণে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম—যে অমূল্য এত কাল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম,—যাহাতে পুড়িয়াও একটীবার ভয়ে উহঃ করি নাই, কি জানি তোমার কাণে যদি যায়, তোমার প্রাণে যদি আঘাত লাগে,—সে আগুন আজ আমার আনন্দাশ্রুতে নিভিয়া গিয়াছে। তার কথা তোমাকে আজ প্রাণ খুলিয়া

বলিব। তোমার চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তোমার নিকটে গিয়া, তোমার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিবার জন্য ও প্রাণ খুলিয়া প্রাণের এই গূঢ় কথা বলিবার জন্য কত যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম লিখিয়া তাহা আর কি জানাইব? এখনও মনে হইতেছে তোমার নিকটে গেলেই এ সব কথা বলা ভাল হইত। কিন্তু সে যে এখনও অনেক দিনের কথা। এতদিন এ আনন্দ আমার প্রাণে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিব কেন?

প্রিয়তম! বিবাহ হইয়া অবধি আমি কত যে সুখ, আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছি,সে কথা তোমাকে আর কি লিখিব? তুমি স্বয়ংই ভগবানের নিয়ে, সে আনন্দের বিধাতা,—এবং তুমি স্বয়ংই তাহার সাক্ষী। কিন্তু তুমি স্বপ্নেও ভাবিতে পার নাই, যে এই আনন্দের মধ্যেও আমার প্রাণের মর্ম্মস্থলে একটী গভীর বিষাদ রেখা জাগিয়া ছিল। যে দিন হইতে তোমাকে হৃদয়ে বরণ করিয়াছি সেই দিন হইতে আমার প্রাণের গভীর সাধ এই যে আমি কেবল তোমার গৃহিণী হইব না, কিন্তু সর্ব্বোপরি তোমার সহধর্ম্মিণী হইব। তুমি যখন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, গিরিধির পাহাড়ের উপরে, দাদা, বউ এবং আমি যেখানে বসিয়া থাকিতাম, সেখান হইতে দূরে গিয়া, অনিমেষলোচনে, নিষ্পন্দ দেহে, অনন্ত আকাশের দিকে আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকিতে, তখন আমার মনে হইত, তুমি সেই আকাশের নীলিমার ভিতরে, নক্ষত্ররাজির ক্ষীণ আলোকের মধ্যে, এবং জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর মুখে ভগবানের রূপ দেখিয়া তাহাতে ডুবিয়া আছ। তখন হইতেই আমার প্রাণের নিগূঢ়দেশে এই আশা অঙ্কুরিত হইল, যে তুমি আমাকেও সেই রাজ্যে লইয়া যাইবে, আমি তোমার হাত ধরিয়া, তোমার সেবা করিতে করিতে, তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়া, সেই রাজ্যে যাইব। তোমাকে আবার যখন দেখিতাম যে পাঠ করিতে করিতে

ক্রমে পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে চক্ষু দুটী উঠাইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে; অনিমেষলোচনে, শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে, তখন আমার এই আশা লতাতে স্বর্গের স্নিগ্ধ জল সিঞ্চিত হইল। কিন্তু ক্রমে সে আশা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তুমি পৃথিবীর সকল খবর আমাকে দিতে লাগিলে,—কত ইতিহাস, কত কাব্য, কত শাস্ত্রের কত কথা উৎসাহে ও উল্লাসে, দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, আমার মুগ্ধ কাণে ঢালিতে লাগিলে, কিন্তু তোমার মুখে যে কথা শুনিবার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা লালায়িত ছিল, সে কথা তুমি কহিতে না। আমার মনে হইত, আমি অল্পজ্ঞান, অল্পমতি—তাহাতেই আমাকে সে সব কথা বল না। আর আমি অমনি আপনার ক্ষুদ্রতায় আপনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতাম। কিন্তু ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল; বিবাহের পরে ক্রমে ক্রমে যত তোমার জীবনের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবনটী ডুবিতে লাগিল, তত বুঝিতে পারিলাম,—আমার বুঝি জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল,—তোমার স্ত্রী হইলাম, কিন্তু বুঝিবা, তোমার ধর্ম্মের সহায় হইতে পারিলাম না। তুমি কখনও আমাকে ধর্ম্মের কথা বল না দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলাম। পূজা অর্চ্চনার কথা উঠিলে আমার সমক্ষে তুমি সহসা নীরব হইয়া যাও দেখিয়া ভীত হইতে লাগিলাম। ক্রমে আরো দিন গেল;—আমি পূজা অর্চ্চনা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু বুঝি করিতে লাগিলাম, তুমি তাহা দেখিয়াও যেন দেখিতে পাও না, এমন ভাব দেখাইতে লাগিলে, আমি তাহা দেখিয়া নির্জ্জনে, নীরবে, কত অশ্রু ফেলিতাম। তার জন্য ভগবানকে কত ডাকিতাম। কিন্তু এতদিনে বুঝি আমার প্রাণের গভীর সাধ মিটিবে। এত দিনে, ঈশ্বর কৃপায়, হয়ত আমি, অতি সামান্যভাবে, তোমার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিব। তাই আমার প্রাণে আজ আনন্দ ধরিতেছে না।

আজ আর কিছু লিখিতে পারিলাম না; তুমি আমার প্রাণের ভালবাসা গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন!

তোমারই প্রিয়তমা সুনীতি।

৫ম।

সুনীতির সংসার।

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽমপত্য মিতি বধ্যতে॥

"There are teachings on earth, and sky, and air,
The heavens the glory of God declare,
But more loud than the voice beneath, above,
He is heard to speak through a mother's love."

১।

সুনীতির পত্র।

কলিকাতা,—১০ই আশ্বিন।

ভাই,—বহুদিন পরে তোমার একখানি পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তোমরা ভাল আছ জানিয়া, বিশেষতঃ তোমার খোকা এত কথা কহিতে, এত খেলা করিতে, এবং এত দুষ্টামি শিখিয়াছে পড়িয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। আশীর্ব্বাদ করি সে দিন দিন সুস্থ সবল হইয়া বাড়ুক; তার চরিত্রে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হউক; এবং তাহাতে তোমরা পরম সুখী হও।

আমি বহুদিন তোমাকে চিঠি পত্র লিখি নাই বলিয়া তুমি একটু অভিমান করিয়াছ। আমার বস্তুতঃই বড় অন্যায় হইয়াছে;—তোমার এমন সরল ভালবাসার সামান্য প্রতিদান স্বরূপ একখানা দুখানা চিঠিও যে মাঝে মাঝে তোমাকে দিতে পারি না, তার জন্য বাস্তবিকই বড় লজ্জিত আছি। নিঃস্বার্থ, সরল প্রেম জগতে এত সুলভ বস্তু নহে যে তাহা এরূপ ভাবে অযত্নে ও অনাদরে শুকাইতে দিতে পারা যায়। তোমার ভালবাসা আমার অসদ্ব্যবহারে শুকাইবে না জানি; তথাপি তোমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা আমার কোনও ক্রমেই উচিত হয় নাই। ভাই, তুমি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে।

আমাদের খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তার কথা কি আর লিখিব? একরত্তি একটা শিশু ঘরে আসিয়া আমাদের দুটো জীবনকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। দিনের প্রধান কাজ আমার এখন তার সেবা করা; আর তাঁরও, এত কাজের ভীড়ের মধ্যেও, জীবনের একটা প্রধান কাজ হইয়াছে তার সঙ্গে খেলা করা এবং

তাহাকে যত্ন করা। প্রাতে আর ঘণ্টা কাল তাহাকে কোলে না লইয়া, তার সঙ্গে হাসি তামাসা ও ক্রীড়া কৌতুক না করিয়া এখন তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার তো কথা নাই; আমি এই একবিন্দু শিশুর মধ্যে যেন একেবারে ডুবিয়া যাইতেছি।

আগে মনে করিতাম স্বামীর ভালবাসাতেই প্রাণের পূর্ণতা হয়। স্বামীর ভালবাসাকে এখনও জীবনের সর্ব্বপ্রধান রত্ন বলিয়া অনুভব করি সত্য;—কিন্তু এখন মনে হয়, অপত্য স্নেহ হৃদয়ে বিকশিত না হইলে, এমন যে মধুর দাম্পত্য প্রেম,—"যা'তে বিগলিত মন দেহ" তাহাও ঠিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

আমরা দুজনা তো এই এক বিন্দু শিশুর মধ্যে ডুবিয়া আছিই; কিন্তু কেবল আমরা নহি, বাড়ীর চাকর চাকরাণী, এমন কি আমাদের আত্মীয় স্বজন, এবং বন্ধু বান্ধবগণ পর্য্যন্ত, সকলেই যেন তাহার সেবা শুশ্রূষা, তাহার সুখ ও উন্নতি বর্দ্ধনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন! বাড়ীতে যে আসে, তাহাকেই সে দখল করিয়া বসে। যে হাত বাড়ায় তারই কোলে যায়। আর হাসি তো তার মুখে দিবা রাত্রিই লাগিয়া রহিয়াছে। নিদ্রাতেও এ হাসি নিভে না। আমরা দুজনে কত রাত্রি পর্য্যন্ত তার নিকটে বসিয়া এই হাসি মাখা ঘুমন্ত মুখখানি দেখি; তাহাতে আমাদের প্রাণে প্রাণে যে কি প্রেমের তরঙ্গ ছুটে,—তুমি স্বয়ং পতি-পুত্র-বতী, নিজেই তাহা জান,—আমি আর সে কথার কি বর্ণনা করিব?

আমাদের খোকা তোমার খোকা অপেক্ষা কিছু বড়; সুতরাং তার পা দুখানি অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। কথার তো কথাই নাই। মা, বাবা, ঝি, প্রভৃতি ডাক তো ফুটিয়াছেই; কিন্তু ভাত, আলু, দুধ, পাখী, তুতুর, বেয়াল, প্রভৃতি আবশ্যকীয় কথাও বেশই ফুটিয়াছে। আমাদিগের একটা অতি ছোট বিলাতি কুকুর আছে। ঐ কুকুরটার

সঙ্গে খোকা অর্দ্ধেক দিন ছুটো ছুটী করিয়া বেড়ায়। পাছে কোনও দিন, কখনও আমাদের অলক্ষিতে এইরূপ ছুটো ছুটী করিয়া সিঁড়িতে গিয়া পড়িয়া যায়, এই ভয়ে আমার প্রাণ সমস্ত দিন অস্থির থাকে; মুহূর্ত্ত কালের জন্য চক্ষের আড়াল হইলে ভয়ে কাঁপিয়া উঠি।

ভাই, এত দিন দুজনাতেই আমার সুখ পূর্ণ হইত; কিন্তু এখন তিন জন না হইলে কিছুই ভাল লাগে না। খোকাও আমাদের একজন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে কোম্পানির বাগানে বেড়াইতে যাই। যে দিন একটু সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে দিন তিনি কোনও মতে খোকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান না। কি করি? তাঁর অনুরোধে, তাঁর সুখের মুখ চাহিয়া, আমি তাঁর সঙ্গে যাই, কিন্তু প্রাণটা বাড়ীতে পড়িয়া থাকে। সে দিন অমন স্বামীরত্নের নিকটে বসিয়া তাঁর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া পূর্ণযৌবনা গঙ্গার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য, অথবা গঙ্গা-তীরস্থ সুন্দর উপবনের বিকশিত শোভা দেখিয়াও আমার প্রাণে তেমন আনন্দ হয় না। কেমন একটা প্রকাণ্ড অভাব হৃদয়ের কোণে জাগিয়া, চারিদিকে ঈষৎ বিষাদ ও নিরুৎসাহের ছায়া ঢালিয়া দেয়। তিনি এ সকল কথা বুঝেন না। তিনি বলেন,—"এ সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি-বিকাশ যৌবনের পূর্ব্বে প্রায় হয় না, এত শৈশবের তো কথাই নাই; তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তবে আর বেশী কি হইবে?" আমি কিন্তু এ কথা খুব ভাল বুঝিতে পারি না। সে যখন গাছে গাছে ফুল দেখিয়া, হাত বাড়াইয়া নাচিতে থাকে; পথে, গাড়ীতে সাহেবদের ছোট ছোট বালক বালিকা দেখিলে তাহাদিগকে হাত তুলিয়া ডাকে; নদীতে জাহাজ বা নৌকা বাহিয়া যাইতেছে দেখিলে করতালি দিয়া হাসিয়া অস্থির হয়; তখন যে এ সকল শোভা সৌন্দর্য্য একেবারে কিছুই উপভোগ করে না, তাহা বড় বোধ হয় না। তাঁহাকে এ সব কথা বলিলে তিনি বলেন,—

"এ কেবল চ'খের আনন্দ, প্রাণের নহে।" অবশ্য তিনি বেশী জানেন, তাঁর মত জ্ঞানী হইলে, আমিও হয়ত এইরূপই ভাবিতাম। কিন্তু আমার মন এই সকলে প্রবোধ মানে না। যেদিন খোকাকে বাড়ী রাখিয়া আমি কোনও আমোদ আহ্লাদের স্থানে যাই, সেদিন আমার প্রাণে আনন্দ তো তেমন হয়ই না; বরং অনেক সময়, তাঁর নিকটে বসিয়াও মুখ ও প্রাণ বিষাদের ছায়ায় অল্পাধিক মলীন থাকে।

তোমরা কলিকাতায় আসিবে, লিখিয়াছ। কবে আসিবে জানাইবে। তোমার দাদা কি এখন কলিকাতায় থাকেন? নতুবা আমাদের বাড়ী আসিয়া উঠিবে। আমারা যে তাহাতে কি সুখী হইব, বলিতে পারি না। ঈশ্বর তোমাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন!

তোমারই সুনীতি।

২।

বিনয়ের দৈনন্দিন লিপি।

১লা কার্ত্তিক।—আজ আমাদের খোকার জন্ম দিন, খোকা দুই বৎসর কাল ঈশ্বর কৃপায় নিরাপদে কাটাইয়া উঠিল। প্রাতে তজ্জন্য উভয়ে মিলিয়া ভগবানের চরণে কত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছি। খোকার বয়স যত বাড়িতেছে, সুনীতির চিন্তা ও উৎকণ্ঠাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে! এই দুই বৎসর কাল মধ্যে সুনীতির রূপও কি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকমুখে শুনিয়া ছিলাম, সন্তানবতী হইলে রমণীগণের সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু সুনীতির ঠিক যেন তাহার বিপরীত হইয়াছে। খোকা হইয়া অবধি তাঁর কি আশ্চর্য্য কান্তি ফুটিয়াছে; মুখে কি এক স্বর্গীয় রূপের আভা বিকশিত হইয়াছে, দেখিয়া আমিই অনেক সময় বিস্মিত

হইয়া যাই। প্রতিদিন যেন তাঁর বালকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপরাশিও উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সুনীতির রূপের এ উচ্ছ্বাসে প্রথম যৌবনের সে চঞ্চলতা নাই, ইহা পূর্ণতোয়া ভাগিরথীর সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসের ন্যায়, স্থির, ধীর এবং গম্ভীর। কিন্তু শরীর অপেক্ষা চরিত্রের সৌন্দর্য্য আরো আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথবা এই যে বিকশিত দেহলাবণ্য ইহাও বোধ হয় বা, চরিত্রের পূর্ণতারই ছায়ামাত্র। যেমন শরীরে, তেমনি তাঁহার চরিত্রে এই দুই বৎসর কালমধ্যে আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। হৃদয় প্রশস্ত, মন উন্নত, জ্ঞানবৃত্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে; ভক্তিভাব গভীর হইয়াছে। এই সকল কারণেই বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পুত্রকে মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুনীতির মুখখানি দেখিয়া অনেক সময় আমার মনে হয়,—

There is not a grand, inspiring thought,
There is not a truth by wisdom taught,
There is not a feeling pure and high,
That may not be read in a mother's eye.

"নাহি চিন্তা সুগভীর জাগে যাহে প্রাণ;
নাহি সত্য কিছু, ব্যক্ত জ্ঞানের আলোকে;
নাহি হেন ভাব কোনও পবিত্র মহৎ;——
ফুটে না'ক যাহা মাতৃ-স্নেহ-উদ্ভাসিত
চক্ষে জননীর।"

আজ প্রায় সমস্ত দিনই দুজনে খোকার বিষয় ভাবিয়াছি ও তাহার শিক্ষা ও ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি। তাহার বয়োবৃদ্ধিতে আমাদের দায়িত্ব যে কি গভীররূপে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমার

দ্বারা যে এ গুরুতর কর্ত্তব্য কখনও সুসম্পাদিত হইবে সে আশা বড় নাই; তবে যদি কিছু হয় সে সুনীতির সহায়ে ও দৃষ্টান্তে হইবে। আমার তেমন প্রেম, তেমন সদ্ভাব, তেমন ধৈর্য্য, তেমন দূরদৃষ্টি কোথায়, যে আমি এই সন্তানের প্রতি সমুদায় কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে সম্পাদন করিতে পারিব? বরং আমার এই বেশী আশঙ্কা হয়, কি জানি আমার দোষে, আমার অপ্রেম, অধৈর্য্য এবং অর্দ্ধাচীনতায়, সুনীতির সুশিক্ষাও ব্যর্থ হইয়া যায়! কি জানি আমার কুদৃষ্টান্তে তাঁহার সুদৃষ্টান্তের ফল আমাদের এই বালকের চরিত্রে ভালরূপে না ফলে! সুনীতি আজ বলিতেছিলেন,—"দেখ খোকা দুই বৎসরের হইল; কথা ফুটিয়াছে, অনেকটা বুঝিতে ও শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহা দেখে তাই শেখে; যাহা শোনে তাহাই বলে। এ অবস্থায় আমাদের বড় সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। এত দিন যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা মুখে আসে বলিয়াছি, এখন তাহা করিলে আর চলিবে না। তুমি আমি এ বয়সে, আজ অনবধানতা বশতঃ একটা অন্যায় কথা বলিলে, বা একটা অন্যায় কাজ করিলে; তাহা কাল হউক পরশ্ব হউক, সহজেই সুধরাইয়া লইতে পারিব। কিন্তু খোকার প্রাণের রক্তমাংসের সঙ্গে তাহা মিশিয়া যাইবে, তাহাতে তাহার যে অনিষ্ট হইবে, তার চরিত্রে যে দাগ পড়িবে, তাহা আর ইহজীবনে কখনও মুছিয়া যাইবে কি না গভীর সন্দেহের কথা।" দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সুনীতি আধ আধ স্বরে আমার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কহিতেন, মুখ ফুটিয়া দুটো কথা বলিতে যাঁর মুখখানি আকণ্ঠ আরক্তিম হইয়া যাইত, চক্ষু দুটী সপ্রেম সলজ্জ ভাবে অবনত হইয়া পড়িত, এবং কপোলে অনেক সময় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিত, আজি কালি সেই সুনীতি এরূপ ভাবে যে কত কথা বলেন তার ঠিকানা নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় যে দাম্পত্য প্রেমের আত্ম বিসর্জ্জনেও সম্পূর্ণ আত্ম-

বিস্মৃতি জন্মায় না; তাহাতে আমিত্বের স্থূল, কর্কশ, স্বার্থপর ভাবটা মাত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহার কোমল, সূক্ষ্ম, নিঃস্বার্থ ভাব গুলি সজীব ও সতেজ থাকে। কিন্তু মাতৃস্নেহে আমিত্বের এই কোমল ও উদারভাবও বিনাশ করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। তাহাতেই নববধূ এত মিতভাষিণী, এত লজ্জাশীলা, এত বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণা এবং পুত্রবতী এরূপ প্রগল্‌ভা। দাম্পত্যপ্রেমে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—কিন্তু অপত্য স্নেহে দেবত্বের প্রকাশ পায়।

"Love in human wise to bless us,
In a noble Pair must be;
But divinely to possess us
It must form a precious Three."

মহত উদার দুটী প্রাণের মিলনে
জন্মে সেই প্রেম, যাহে মানবীয় গুণে
বিভূষিত করি নরে, চালে সুখে প্রাণ!
তিনের মিলনে, কিন্তু সে প্রেম উদয়
মানুষে দেবত্ব যা'তে বিকশিত হয়।

৫ই কার্ত্তিক।—আজ সুনীতি খোকার শিক্ষার একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে পুনরায় অনুরোধ করিয়াছেন। কি প্রণালীতে তাহার শিক্ষা বিধান করিতে হইবে, সে বিষয় অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন, সুনীতি এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃই কি আমি আমার সন্তানের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে তাহা যথোপযুক্ত রূপে সাধন করিতেছি না? আমারও মনে হয় আমি এই বিষয়ে একটু যেন শিথিল, একটু যেন উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। আজ প্রাতে একটা চাকর একটু অন্যায় করিয়াছিল

বলিয়া তাহাকে কত ভৎর্সনা করিলাম। খোকা সেখানে বসিয়া খেলা করিতেছিল; তার সাক্ষাতে এইরূপ ভাবে রাগ করাটা আমার ভাল হয় নাই। সুনীতি তখন গৃহের অন্যত্র সংসার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমার ক্রোধ-কম্পিত স্বর শুনিয়াই দৌড়িয়া আসিয়া বিষণ্ণমুখে খোকাকে সে স্থান হইতে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁহার কোমল শিশুটীকে আমার নিকটে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন, কিন্তু এই চাকরকে ভৎর্সনা করিবার সময় আমার একটীবারও মনে হইল না যে, এই সুকুমার শিশুটী আমার নিকট হইতে, আমার এই কুদৃষ্টান্তে, মানুষকে অবজ্ঞা করিতে ও গালাগাল দিতে শিখিতেছে। অথচ ভিন্ন গৃহে থাকিয়া, সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে, আমার ক্রোধ-কম্পিত স্বর শুনিবামাত্রই তাঁর এই সকল কথা মনে পড়িয়া গেল! আমি কি অনুপযুক্ত পিতা! যদি এই সন্তান মন্দ হয়, সে কেবল আমারই দোষে হইবে; আর সে যদি ঈশ্বর কৃপায় সাধু ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার মাতার চরিত্র গুণেই হইবে।

১৫ই কার্ত্তিক। কিছু দিন হইল সুনীতির মুখে যেন একটী কি গভীর চিন্তার রেখা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কখনও কখনও অলক্ষিতে নিকটে গিয়া দেখিয়াছি চক্ষু দুটী বিস্তার করিয়া এক দৃষ্টে কোনও দিকে চাহিয়া আছেন, আর প্রাণটা যেন কি এক বিষম সমস্যা ভেদ করিবার চেষ্টায় গভীর যোগে নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি সে বিষণ্ণ-গম্ভীর সৌন্দর্য্য রাশি পানে বিভোর হইয়া যেই সহসা গলা জড়াইয়া চুম্বন করিয়াছি, অমনি যেন কোনও অপরিচিত দেশ হইতে নামিয়া আসিয়া, হাসিভরে আমার সে চুম্বনের প্রতিদান করিয়াছেন। অনেক সময় এই চিন্তাশীলতার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতে বড় সাধ

হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি জানি যদি তাঁহার গভীর প্রেমের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাদর দেখান হয়, এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা না করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। যখন যাহা আমার জানা প্রয়োজন হইবে, তখন তো তাহা তিনি আপনিই বলিবেন, এই বিশ্বাসেই জিজ্ঞাসা করি নাই, এবং তাহাই ঘটিয়াছে। কাল প্রাতে আমার একটু বেশী অবসর আছে জানিয়া, আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন;—"দেখ, আজ ক দিন তোমাকে একটা কথা বলিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে বলা হয় নাই। আজ তোমার কাজের ভীড় কম দেখিয়া একটু বিরক্ত করিতে আসিলাম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বিরক্তির দামটা আগে না দিলে তো আর বিরক্ত করিতে পাইবে না।" এই বলিয়া নিকটে টানিয়া প্রাণ ভরিয়া একটু আদর করিলাম। আমার এই সামান্য আদরে তাঁহার মুখের বিষণ্ণ-চিন্তাশীল ভাব সহসা যাদুপ্রভাবে যেন তিরোহিত হইয়া গেল। আমার আদরের প্রতিদান করিয়া বলিলেন,—"আজ সত্য সত্যই তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। বলিব বলিব বলিয়া এই কথাটা অনেক দিন তোমাকে বলিতে পারি নাই, ভয় হইয়াছে কি জানি তুমি ক্লেশ পাও বা রাগ কর।"

আমি এই ভূমিকায় একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা? এমন কি কথা তুমি বলিবে, যাহাতে আমার দুঃখ বা রাগ হইতে পারে?" সুনীতি—"কথাটা তেমন কিছু নহে; কেবল আমাদের আরো আয় বাড়াবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।"

এত দীর্ঘ ভূমিকার পর এই সামান্য কথাটা শুনিয়া আমার বড়ই হাসি পাইল;—আমি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিলাম,—"এই কথা, এরই জন্য এত ভূমিকা! এতে ক্লেশের বা রাগের বিষয় কি আছে?"

সুনীতি—"আমার ভয় হইতেছিল কি জানি তুমি মনে কর যে এরূপ ভাবে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছ, তার উপরে আমি তোমাকে আরো পরিশ্রম করিতে বলিতেছি; এবং তাহাতে যদি আমার তেমন ভালবাসা নাই ভাব;—তাহাতে কি তোমার কষ্ট হইবার কথা নহে?"

আমি—"বিবাহের পূর্ব্বে বা তাহার অব্যবহিত পরে এই কথা বলিলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারিত বটে। কিন্তু এই পাঁচ ছয় বৎসর কাল তোমার সঙ্গে থাকিয়া, দিবারাত্রি তোমার এমন অতুল প্রেম উপভোগ করিয়াও কি আমি এখনও জানিতে পারি নাই, তোমার ভালবাসা কত গভীর, কত সরল, কত নিঃস্বার্থ যে একটা দুটো সামান্য কথায় প্রাণের এ গভীর, এ অটল বিশ্বাস টলিয়া যাইবে? তোমার প্রাণে যে কোনও একটা গভীর চিন্তা জাগিয়াছে তাহা কি আর আমি লক্ষ্য করি নাই? কত দিন তুমি নির্জ্জনে যখন এই চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছ তখন তোমার অলক্ষিতে তোমার নিকটে গিয়া তোমার মুখ-ভাব পরীক্ষা করিয়াছি, তা কি তুমি জান? আর কতবার যে এই বিষণ্ণ চিন্তার রেখা তোমার মুখে কেন পড়িতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে তাহা কি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? এবং কেন যে এই ঔৎসুক্যকে প্রতিবারে কঠোর শাসনে দমন করিয়া রাখিয়াছি তাহা জান কি? জিজ্ঞাসা করিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু রসনা সে প্রশ্ন উচ্চারণ করে নাই, তোমার উপরে, তোমার সদ্‌বুদ্ধির উপরে, তোমার ভালবাসায় অটল, অচল বিশ্বাস আছে বলিয়া;—যখন আমাকে বলা প্রয়োজন, যখন আমার শোনা উচিত, তখন তুমিই বলিবে এই দৃঢ় ধারণা আছে বলিয়া।"

এই বলিয়া আমি চোখ তুলিয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, নানা ভাবের তাড়নায় সে কোমল মুখখানি আকণ্ঠ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; এবং আকর্ণায়ত চক্ষু দুটী অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া

আসিতেছে। ভালবাসা বড় নিষ্ঠুর,—তাঁর ছল্ ছল্ আঁখি দুটী দেখিয়া আমার রসনা আবার শাণিত হইয়া বলিতে লাগিল:—"তোমার ভালবাসায় আমার অটল আস্থা আছে বলিয়াই আমি তোমার মুখের বিষণ্ণ-গম্ভীর ভাব দেখিয়াও তৎসম্বন্ধে তুমি আপনা হইতে না বলা পর্য্যন্ত কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই;—আর আমার ভালবাসায় তোমার তেমন অটল বিশ্বাস নাই বলিয়াই তুমি এই সামান্য কথা বলিতে এত ভয় পাইতেছিলে।"

এই কথায় সুনীতি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার গলা জড়াইয়া, বুকে মাথা রাখিয়া ক্রন্দন-ভগ্ন স্বরে বারম্বার আমায় ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আয় বৃদ্ধির কথা কেন বলিতেছ বল দেখি? আমাদের যে আয় আছে তাহাতে কি কুলায় না?"

"তাহাতে সংসারের ব্যয় কুলাইবে না কেন? কিন্তু এখন তো আর আমাদের কিছু সঞ্চয় না করিলে চলিবে না?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"এত সঞ্চয়শীল হইলে কবে?—আর তার জন্য এত ভাবনাই বা কি? আমার জীবন বিমা করা আছে, তাতো জানই; বৃদ্ধ হইতে না হইতে সে টাকা পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে মরিলেও পাওয়া যাইবে, তার আর এত ভাবনা কেন? এই ছয় বৎসর কাল তো এ চিন্তা উঠে নাই!"

"উঠে নাই এইজন্য যে নিজের জন্য ভাবনা হয় না! অর্থ সম্বন্ধে তোমার জন্যও ভাবনা হয় না। আর যা আয় আছে তাহাতে বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই থাকিতে পারা যায়। কিন্তু এখন তো আর কেবল আমরা দুজন নহি। আর একটী প্রাণীর জন্য এখন ভাবিতে হয়, তার শিক্ষা প্রভৃতিতে কত টাকার প্রয়োজন তা কি তুমি জান না? এখনই তার শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই বাড়ীতে

আর চলিবে না। তোমার প্রাণের বহুকালের আশা যে তোমার সন্তানদিগকে তুমি নূতন ক্রীড়া-প্রণালীতে শিক্ষা দিবে! এ বাড়ীতে তাহা হওয়া অসম্ভব। এখানে তুমি একটু বাগান করিতে পার এমন স্থান নাই। তার পর বাগান, ছবি, খেলেনা প্রভৃতির আয়োজন করা, পশুশালা এবং মিউজিয়মে খোকাকে লইয়া যাবার খরচ, এইরূপ কত বিষয়ে এখন তোমার বেশী টাকার প্রয়োজন। তার পর সে যত বড় হইবে তত তার শিক্ষার ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে এখন তো আমাদের ব্যয় বাড়িতেই চলিল। এই জন্যই আমার কিছুদিন হইতে বড় ভাবনা হইয়াছে; এবং তাহাতেই বলি এখন হইতে আমাদের কিছু আয় বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

সুনীতি যে কখনও পাকা গৃহিণী হইবেন, তাঁহার আত্মীয়বর্গের এ ধারণা ছিল না! তাঁহার স্বভাব অতি কোমল, অতি উদার, অতি পবিত্র হইবে, তিনি লোককে খুব ভালবাসিতে, খুব আদর যত্ন করিতে পারিবেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যে এরূপ দূরদর্শিতা বিকশিত হইবে, ইহা কেহ মনে করে নাই। কিন্তু প্রেম এমনি পদার্থ, তাহার সংস্পর্শে মানুষের কত অভিনব ক্ষমতা ও মানব চরিত্রে কি অলৌকিক মাধুর্য্যই না বিকশিত হয়!

সুনীতির কথায় আমারও প্রাণ সজাগ হইয়াছে। এখন হইতে কি উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা দেখিতে হইবে।

—*—

৫ই পৌষ। আজ দু তিন মাস হইল একটা ভাল কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছিলাম, ঈশ্বর কৃপায় এতদিনে তাহা জুটিয়াছে। আলাহাবাদে একটা সুন্দর কর্ম্ম জুটিয়াছে। বেতন মাসিক ৩০০; ইহাতে বেশ চলিয়া যাইবে। কাজটা স্থায়ী হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা। আমার এখানকার কাজ হইতে অনেক চেষ্টায় এক বৎসরের বিদায় লইয়াছি; আগামী কল্যই আলাহাবাদ যাত্রা করিব। সুনীতি এবং খোকাকে আপাততঃ এখানেই রাখিয়া যাইব। যদি মাস ছয় পরে আলাহাবাদে না লইয়া যাই, দাদা আসিয়া বাড়ী লইয়া যাইবেন। কিন্তু এই সময় দেশের স্বাস্থ্য বড় ভাল নহে; বিশেষতঃ আমাদের গ্রামে বড় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কাজে কাজেই ইহাদিগকে এখানেই রাখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য প্রাণ বড় চিন্তিত ও ক্লিষ্ট হইয়াছে;—বিশেষতঃ সুনীতির জন্য। তাঁর শরীর বড় ভাল নহে; এই অবস্থায় তাঁহাকে একাকী রাখিয়া যাওয়া কেমন নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হয়। আমার যাবার বড় ইচ্ছা ছিল না। সুনীতিই জেদ করিয়া পাঠাইতেছেন। কি গভীর, কি নিঃস্বার্থ প্রেম! আমি অতি সৌভাগ্যশালী যে এমন রমণীরত্নকে বুকে ধরিয়া এমন স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করিতে পারিতেছি!

৩।

চিঠি পত্র।

প্রিয় সখী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সুকরকমলে।

বাঁকীপুর—৫ই পৌষ।

ভাই,—তোমার পত্রখানি পাইয়া বড় সুখী হইলাম। আজ দুই বৎসর হইল, তোমার সঙ্গে কবে দেখা হইবে, তাই ভাবিতেছি, কিন্তু এখনও সে সাধ পূর্ণ হইল না। গত বৈশাখ মাসে তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে কলিকাতায় আসিব? তা হইয়া উঠে নাই। তার পর আশ্বিন মাসে তুমি কত করিয়া যাবার জন্য লিখিলে, আমরাও ভাবিয়াছিলাম বোধ হয় যাইতে পারিব, কিন্তু নানা গোলমালে তাও হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু এবার বুঝি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। তবে আমি একেলাই আসিতেছি। তাঁর এ সময়ে তো আর তেমন লম্বা ছুটী নাই। তবে বড় দিনের ছুটীতে যাহাতে যেতে পারেন, তার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছি; দেখি কি হয়। তিনি যদি নিতান্তই না যান আমি এবার নিশ্চয়ই তোমার নিকট গিয়া মাসেক কাল থাকিব। চারি পাঁচ দিন পরেই রওয়ানা হইব। পথিমধ্যে চুঁচুড়ায় দিন আট দশ থাকিয়া এই মাসের শেষ সপ্তাহে তোমার বাড়ী পৌছিব। আজ আর কিছু লিখিব না। আমাদের মঙ্গল জানিবে তোমার মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবে।

তোমার স্নেহের নির্ম্মলা।

প্রিয় সখী শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর করকমলে।

কলিকাতা,—৭ই পৌষ।

ভাই,—তোমার চিঠিখানা এইমাত্র পাইলাম। কাল তিনি কর্ম্ম লইয়া কিছুদিনের জন্য আলাহাবাদে গিয়াছেন। আমার ঘর আজ শূন্য, প্রাণ শূন্য ও মলীন, এ অবস্থায় তোমার চিঠি খানা পাইয়া আরো বেশী সুখী হইয়াছি। তুমি যদি স্বয়ং আসিতে তবে কত না আরাম পাইতাম! তুমি নিশ্চয় আসিবে, যত শীঘ্র পার আসিবে, চুঁচুড়ায় বিলম্ব না করিয়া যদি একেবারে আমাদের এখানে আসিতে পার, তারই চেষ্টা দেখিবে। না হয় যাবার সময় চুঁচুড়ায় কদিন থাকিয়া যাবে। আজ আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। সাক্ষাৎ হইলে সব কথা বলিব। ঈশ্বর তোমাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন! আমরা একরূপ ভাল আছি।

তোমারই সুনীতি।

সুনীতির পত্র।

কলিকাতা,—৮ই পৌষ।

প্রাণপ্রতিম,—কাল সন্ধ্যার সময় তুমি আলাহাবাদ পৌছিয়াছ। পথে কোনও কষ্ট হয় নাই তো? রাত্রিতে কোনও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই তো? ঘুম হইয়াছিল তো? পরের দিন আহারের বন্দোবস্ত কিছু করিতে পারিয়াছিলে কি? নির্ম্মলার স্বামীকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলে, তিনি ষ্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন কি? নির্ম্মলা স্বয়ং লিখিয়াছে যে সে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে এখানে আসিবে। তুমি অবশ্য সে কথা শুনিয়াছ।

আমার জন্য তুমি ভাবিও না। আমার শরীর ঈশ্বর কৃপায় ভালই থাকিবে। তবে মনের কষ্ট! তার আর উপায় কি? সে দিন তোমাকে বিদায় দিবার সময় এমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া প্রাণে বড়ই যাতনা হইতেছে। তোমাকে সে দিন কত না কষ্ট দিয়াছি! তুমি হয়ত সারারাত কষ্ট পাইয়াছ। গাড়ীতে হয়ত আমার জন্য কত কাঁদিয়াছ। কি করিব, প্রিয়তম? কোনও মতে যে হৃদয়বেগ সে দিন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারি নাই। কেন যে এমন হইয়াছিল তাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় চারি পাঁচ বৎসর পরে এই তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল; তাহাতেই, অনভ্যস্থ বলিয়া, এত গভীর যাতনা হইয়াছিল। তোমার মলীন, কৃশ মুখ খানি দেখিয়া আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। আমি কি অপদার্থ? কোথায় তোমাকে সান্ত্বনা করিব, তোমার মুখের মলিনতা যাহাতে দূর হয়, হাসি মুখে যাহাতে তোমাকে বিদায় দিতে পারি, তার চেষ্টা করিব, না আমিই তোমাকে বিদায় দিবার সময় এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। এ কথা যখনই মনে হইতেছে, তখনই বড় ক্লেশ পাইতেছি।

খোকা তোমাকে সারাদিন খুঁজিয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে কত বার নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া "বাবা, বাবা" বলিয়া চীৎকার করে। অধিকাংশ সময় তার ঘুম হয় না। অনেক কষ্টে তবে একটু আধটু ঘুম পাড়াইতে পারা যায়। তোমার কুকুরটীও তোমার জন্ত সারা দিন কাঁদিয়া বেড়ায়।

আমরা বেশ ভাল আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ ও সুখে রাখুন! আমার প্রাণের ভালবাসা ও চুম্বন গ্রহণ কর।

তোমারই প্রাণের সুনীতি।

পুঃ চঃ—আজ দাদার চিঠি পাইলাম, তিনি কিছু কাল আসিয়া কলিকাতায় থাকিবেন; তিনিই আমাদিগকে দেখিবেন। তুমি আর বেশী ভাবিও না।

নির্ম্মলার পত্র।

কলিকাতা—১৫ই মাঘ শনিবার।

প্রিয়তমেষু,——কাল তোমার চিটি খানা পাইয়া বড় সুখী হইলাম। কদিন তোমার চিঠি পত্র পাই নাই বলিয়া একটু অস্থির হইয়াছিলাম। তুমি ভাল আছ জানিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। আর দিন পোনর পরেই এখান হইতে যাইব। তুমি আসিয়া লইয়া যাইবে কি? না হইলে হয়ত আরো দেরী হইবে। যা হয় একটা বন্দোবস্ত করিবে।

সুনীতির সঙ্গে বহু দিন পরে আমার দেখা সাক্ষাৎ হওয়াতে যে আমাদের দুজনার প্রাণেই খুব সুখ হইয়াছে না বলিলেও তুমি অনুমান করিতে পারিবে। আজ প্রায় আট নয় বৎসর পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হইল। তখন আমরা উভয়েই বালিকা ছিলাম;

সুনীতিকে তো নিতান্ত বালিকা বলিয়াই মনে হইত। এখন আর তাকে বালিকার মত দেখায় না। বরং আমার চাইতে একটু বেশী পাকা বলিয়াই বোধ হয়। তার খোকা দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে; গোল গাল হাত পা গুলি, বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ, একমাথা কাল চুল; দেখিলেই কোলে নিতে ইচ্ছা হয়।

সুনীতির সংসারটী বড় সুন্দর, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এমন শান্তি, এমন সুনিয়ম, এমন সদ্ভাব আমি অল্প লোকের সংসারেই দেখিয়াছি। তার ঘরে পা দিলেই যেন প্রাণটা শীতল হইয়া যায়। ঘরগুলি এমন পরিষ্কার, এমন পরিপাটী করিয়া সাজান, অথচ তাতে যে খুব বেশী দামী জিনিস পত্র আছে তা নয়! অতি সামান্ত জিনিস দিয়া সুনীতি আপনার ঘরটী যেন রাজবাড়ীর মত সাজাইয়া রাখিয়াছে। সমস্ত দিনই সুনীতির বাড়িটী যেন পূজারাটীর মত পরিষ্কার ও পরিপাটী দেখায়। সুনীতি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আপনি আপনার ঘর কটি পরিষ্কার করিয়া থাকে; সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে তার গৃহকর্ম্ম প্রায় সমুদায় শেষ হইয়া যায়। ইহার একটু পরে তাহার খোকার ঘুম ভাঙ্গিলেই সুনীতি আসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়। তার পর একটু লেখা পড়া করিয়া স্নানাহার করে। দুপ্রহর বেলা খোকাকে লইয়া থাকে; বৈকালে গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া, একটু ছাদে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে বসিয়া নানা আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকি। সুনীতি অতি সুন্দর গাইতে পারে, সে সঙ্গীত করে; খোকারা খেলা করে; আমি অতি অপদার্থ, আমার কোনও ক্ষমতা নাই,—আমি কেবল কাণ ভরিয়া সুনীতির সঙ্গীত শুনি, বা চোখ ভরিয়া ছেলেদের খেলা দেখি। সুনীতি শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রতি দিন একবার সকলের ঘরে গিয়া তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, জল, বাতি, দিয়াশলাই, প্রভৃতি সব ঠিক আছে কিনা; তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া

আসে, এবং চাকরদিগের ঘরে গিয়া তাহাদের আহারাদি হইয়াছে কিনা তাহার খবর লইয়া থাকে।

একটা কথা শুনিয়া তুমি আশ্চর্য্য হইবে, যে আজ আট বৎসর কাল সুনীতির বিবাহ হইয়াছে, এবং এই আট বৎসর মধ্যে তাহার একটী চাকর বা চাকরাণী তাহাকে ছাড়িয়া যায় নাই। ইহার দুইটী কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হইল; ১ম—সুনীতি ইহাদিগকে ঠিক আপনার লোক মনে করিয়া সর্ব্বদা ইহাদের সুখ দুঃখে ইহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করে; এবং ২য়, তাহার বাড়ীতে একটু খাটুনী বেশী বলিয়া অন্যত্র যে চাকর ৫।৬ টাকা বেতন পায়, তার বাড়ীতে তারা ৭।৮ টাকা পাইয়া থাকে। সে দিন একটী চাকরাণীর জ্বর-বিকার হইয়াছিল, তার জন্য তিন দিন তিন রাত্রি সুনীতি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল; তাহার সে দয়া ও সে যত্ন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এই জন্য চাকর চাকরাণীরাও তাঁহাকে এত ভালবাসে; তাহাদের কোনও ত্রুটি হইলে সুনীতি যে তাহাদিগকে তিরস্কার করে তাহা নহে, কিন্তু এমনি গম্ভীর-বিষণ্ণভাবে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে, এমন নীরব বিরাগ প্রকাশ করে যে তাহাতেই তারা যেন লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে মরিয়া যায়। সুনীতির পরিবারের মত আর কোথাও প্রভু ভৃত্যের মধ্যে এমন মধুর প্রেমের বন্ধন দেখি নাই।

সুনীতির একটী বিলাতী কুকুর, একটী কাবুলী বিড়াল, একটী ছাগল, একটী গরু, একটী বাছুর ও কতকগুলো পায়রা আছে। সুনীতির আদর যত্ন যে কেবল তাহার বাড়ীর লোকেরাই উপভোগ করে তাহা নহে; এই সকল পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার স্নেহমমতা ও সেবা শুশ্রূষা ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের স্নানাহার হইল কিনা, প্রতিদিন সুনীতি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। কিন্তু

সুনীতির প্রেম কেবল তার ক্ষুদ্র পরিবারেতে আবদ্ধ থাকে নাই। পাড়া প্রতিবেশীরাও তাহার প্রেমে বশ হইয়া আছে। কলিকাতার মত সহরে প্রায় লোকের প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় না। কিন্তু এ পাড়ায় সকলেই সুনীতিকে আপনার লোক বলিয়া মনে করে। বিপদ আপদে সর্ব্বাগ্রে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তারা সর্ব্বদাই তাহার পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে।

চিঠিখানা বড় লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর লিখিব না। আমরা ভাল আছি, তোমার মঙ্গল জানাইয়া সুখী করিবে।

তোমারই নির্ম্মলা।

বিনয়ের পত্র।

আলাহাবাদ, ১লা বৈশাখ।

প্রাণের সুনীতি,—এইমাত্র দাদার টেলিগ্রাম পাইলাম। তুমি যে এই শঙ্কট নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া উঠিয়াছ, তার জন্য ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ! বিশেষ সাবধানে থাকিবে, যেন কোনও অসুখ বিসুখ না হয়। এ সময়ে আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না বলিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ হইতেছে। তুমি আমার অভাবে কত না কষ্ট পাইতেছ! কত না অসুবিধা ভোগ করিতেছ! তবে বউ ও দাদা তোমার নিকটে আছেন, যত্নের কোনও ত্রুটি হইবে জানি, আর ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করিবেন বিশ্বাস করি, এই একটু সান্ত্বনা।

এ সময়ে দীর্ঘ চিঠি লিখিয়া তোমার মন আলোড়িত করা ভাল নহে। তাই এখানেই আজ বিদায় হই। তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর; নবাগতাকে আমার স্নেহ চুম্বন দিবে। আমি ভাল আছি,

তুমিও ভাল আছ জানিতে পারিলেই সুখী হই। ঈশ্বর তোমাদিগকে সুস্থ ও সুখী রাখুন!

তোমারই প্রাণের বিনয়।

পুনশ্চ:—খোকা তো বেশী বিরক্ত করে না? তোমার কোলে একটী অপরিচিত শিশু দেখিয়া তার হিংসা হয় নাই তো? আমার সেই জন্যই বড় ভাবনা হইয়াছে। এই সময়ে সে যদি নিতান্ত দুরন্ত হইয়া উঠে, তোমার ক্লেশ ও অনিষ্ট হইবে। সে তার বড় মামীমার নিকটে থাকে কি? তাঁহার সঙ্গে যদি বেশী ভাব হইয়া থাকে তবেই মঙ্গল। আশা করি তাহা হইয়াছে। পুনরায় আমার ভালবাসাপূর্ণ চুম্বন গ্রহণ কর।

তোমারই বিনয়।

আলাহাবাদ, ১৮ই বৈশাখ।

প্রাণের সুনীতি,—আজ প্রায় ১৮।১৯ দিন পরে তোমার মধুমাখা চিঠি পাইয়া কি যে সুখী হইয়াছি তাও কি আর না বলিলে বুঝিতে পারিবে না? এই তিন সপ্তাহ কাল যদিও প্রতিদিনই তোমার খপর পাইয়াছি, কিন্তু তোমার হাতের লেখা দেখিতে পাই নাই বলিয়া প্রাণের একটা দিক কেমন বিষাদের অন্ধকারে ঢাকা থাকিত। আজ ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে সে অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া প্রাণে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। এক সপ্তাহের ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি, আশা করি, পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই তোমার চাঁদমুখ খানি দেখিতে পাইব, এবং তোমার বুকে গিয়া, এই চারি পাঁচ মাস কাল যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, তৎসমুদায় দূর করিতে পারিব। ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইলে আগামী সোমবার প্রত্যূষে বাড়ী পৌঁছিব।

খুকী বড় সুন্দর হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। তোমার মত তার মুখ ও গঠন হইয়াছে, এ সংবাদে এই সুখ শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি জান, আমি মেয়ে কত ভালবাসি; আর তোমার মত একটি মেয়ে হয় কত কাল হইতে আমার প্রাণের এ গভীর সাধ। ঈশ্বর কৃপায় সে সাধ পূর্ণ হইল। আমার মত এমন সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? এখনও বোধ হয় সে ভাল করিয়া হাসিতে শিখে নাই; হাসিলে তোমার মত, তার ফুটন্ত গোলাপের মত গাল দুটি মাঝ খানে টোপ খাইয়া যাইবে কি না, তাই দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়;—তোমার মত, ঘুমাইয়া পড়িলে, তার মুখখানিতে মুক্তা বিন্দুর মত ঘর্ম্ম বিন্দু বসে কি না, তাহা দেখিতে সাধ যায়। এ যদি হয়, তবেই আমার সাধ পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণ হইল। সে তোমারই মত হইয়াছে লিখিয়াছ; চোখ, ঠোঁট, রং, হাত, পা, তোমার মত তো হইয়াছে; মন ও হৃদয়ও যেন ক্রমে তোমার মত এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে! তার প্রেম যেন তোমার প্রেমের মত গভীর, নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, তার ভক্তি যেন তোমার ভক্তির মত সরল ও ঐকান্তিকী হয়, তার আচার আচরণ যেন তোমারই মত মধুমাখা হয়,—ঈশ্বরের নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনা করি।

আফিসের বেলা হইয়াছে, ডাকেরও সময় যায়। আজ আর বেশী কিছু লিখিব না। তুমি আমার প্রাণের ভালবাসা পূর্ণ চুম্বন গ্রহণ কর। খোকা খুকীকে আমার স্নেহ চুম্বন দিবে। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ ও সুখে রাখুন!

তোমারই প্রাণের বিনয়।

পুনশ্চঃ—তোমার প্রিয়সখী নির্ম্মলা ইতিমধ্যে খুকীর নাম করণ করিয়াছেন জানিয়া বড় আহ্লাদ হইল। তিনি তোমাকে কত না ভাল বাসেন! সরযূ নামটি আমার বেশ লাগে। তুমিও না একদিন

বলেছিলে,—"আমাদের এবার মেয়ে হলে সরযূ নাম রাখিব।" সরোজকুমারের ভগিনী সরযূ, এও শুনিতে বেশ হইবে।

তোমারই বিনয়।

৬ষ্ঠ।

লক্ষ্য পথে।

"———————ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালবাসা, স্বাধীনা, আননে তাঁর
দিব্য প্রভা, কণ্ঠে দিব্য সঙ্গীতের সুধা-ধার।"

"Where'er thou meetest a human form
Less favour'd than thine own,
Remember 'tis thy neighbour worm
Thy brother or thy son."

১।

বিনয়ের দৈনন্দিন লিপি

১০ই বৈশাখ,—কলিকাতা। বৎসরাধিক কাল পরে বাড়ী আসিয়াছি। আমি যে আজ আসিব একথা বাড়ীতে কেহ জানিতেন না; এমন কি আমি যে এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছি, বা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহাও বাড়ী আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বে, কাহাকে জানাই নাই। অতি প্রত্যুষে গাড়ী হাবড়ায় পৌছিল। আমি যখন বাড়ী পৌছিলাম, তখন চাকর চাকরাণীরা ব্যতীত বাড়ীর আর কেহ জাগে নাই। আমি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে সুনীতির ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম যে সুনীতিকেও নিদ্রিত দেখিব; কিন্তু সুনীতি তখন উঠিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি জানালার নিকট বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পুস্তক পড়িতেছেন। কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ্য করিলেন না; আমি অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, চোরের মত পা ফেলিয়া, তাঁহার পশ্চাতে গিয়া সহসা তাঁহার স্নিগ্ধ-কোমল ঘর্ম্ম-বিন্দু-সিক্ত গ্রীবাদেশ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। আমার আদরে সুনীতি আপনার চকিত্রস্ত চক্ষু দুটী আমার উপরে ফেলিয়া, শ্রকমুখ হাসি লইয়া, আমার অভ্যর্থনা করিলেন। প্রাণে প্রাণে নীরব প্রেম সম্ভাষণ সাঙ্গ হইলে, মুখে কথা ফুটিল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আমার মনে হইয়াছিল যে এইরূপ ভাবে তোমার গায়ে হাত দেওয়াতে, তুমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে।"

"চীৎকার করিব কেন? তুমি ছাড়া ত্রিজগতে এমন ধৃষ্টতা আর কাহার হইতে পারে? আর এই আট দশ বৎসরে কি তোমার সঙ্গে আমার এই সামান্য পরিচয় টুকুও হয় নাই যে তোমার হাত ধরিয়াই

তোমাকে চিনিতে পারিব? তোমার চাঁদ মুখখানি দেখিবার আগেই, তোমার কর সংস্পর্শে ও মধুর তোমার আদরেই জানিতে পারিয়াছিলাম তুমি আসিয়াছ, তবে আর চীৎকার করিব কেন? তবে যে একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলাম সে কেবল তুমি না বলিয়া কহিয়া সহসা কি ভাবে আসিয়াছ তাই ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই বলিয়া; আর তুমি যদি আগে জানাইয়া আসিতে, তাতেও কি আর তোমার প্রত্যেক পদশব্দে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ তোলপাড় হইত না?"

এইরূপ সময়ে, এইরূপ অবস্থায়, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর মানুষে কেবল এক ভাবেই দিতে পারে। আমিও প্রেমিক জনের সেই চিরানুমোদিত প্রথা অবলম্বনে ইহার যথাযথ উত্তর দিবার জন্য সুনীতির কোমল কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলাম। সরোজ অন্য ঘরে শুইয়াছিল; সে এমন সময় তাহার জেঠাই মার অগ্রে অগ্রে সুনীতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দ্বারদেশ হইতেই তাহার মাতাকে আমার বাহুপাশ-বদ্ধা দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল;—"জেঠাই মা শীঘ্র এস, দেখ কে এসে মা'কে মারিতেছে।" চাহিয়া দেখি সত্য সত্যই আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ সরোজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটু ত্রস্তভাবে একেবারে সুনীতির দ্বারদেশে উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেলেন;—আমিও একটু অপ্রতিভ হইলাম। সুনীতির তো কথাই নাই; তাঁহার সেই স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি আকণ্ঠ আরক্তিম হইয়া গেল, চক্ষু দুটি লজ্জায় ভূশায়ী হইল, আর ওষ্ঠে, কপোলে, ললাটে, চিবুকে, গ্রীবায় মুক্তা-বিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্ম-বিন্দু প্রকাশিত হইতে লাগিল! ইহাতে তাঁহার মুখশ্রী সহসা এমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া উঠিল যে এই রূপ সাগরে অবগাহন করিয়া প্রাণ এক মুহূর্ত্তে এক বৎসরের বিচ্ছেদ-জ্বালা ইঙ্গিতে ভুলিয়া গেল।

* * * * *

সরোজ আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। সরযূ এখনও তাহার মাতা এবং ধাত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও ভাল করিয়া চিনিতে শিখে নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি হাত পাতিবা মাত্রই লাফাইয়া আমার কোলে আসিয়া পড়িল। সরযূ বস্তুতই দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছে। তাহার এই ঢল ঢল মুখ খানি, এই রজত শুভ্র চারিটী-ক্ষুদ্র-দন্ত শোভিত হাসি, তাহার টোপ খাওয়া, ফুটন্ত গোলাপের মত, দুটী গাল, কুঞ্চিত-কৃষ্ণকেশ-রাজি-শোভিত শুভ্র ললাট, আর আকাশের মত সুনীল, গভীর দুটী চক্ষু,—দেখিলেই মন প্রাণ কাড়িয়া লয়। মার কোলে যাইবার জন্য, এক মুখ হাসি হাসিয়া যখন যে তাহার কোমল-শুভ্র হাত দুখানি বাড়াইয়া দেয়, তখন তাহাকে কোনও স্বর্গের পরী বলিয়া ভ্রম হয়। এই ক্ষুদ্র বালিকাতে যেন তাহার মাতার গভীর সৌন্দর্য্য রাশি এবং উচ্ছ্বসিত লাবণ্য আরো পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছে! এমন পত্নী যার হৃদয়ের শোভা, এবং এমন নির্ম্মল বালিকা-কলি যার গৃহের আলোক, তার মত পরম সৌভাগ্যবান পুরুষ আর কে আছে? হে ঈশ্বর! আমি কে যে তুমি আমার গৃহকে এমি ভাবে সাজাইয়াছ? জগতের কত বড় বড় সাধু জ্ঞানীদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটে না, আমাকে তেমন সুখ ও তেমন শোভার অধিকারী করিয়াছ!

সুনীতির আজ কি শোভাইনা ফুটিয়াছে! তাঁহার প্রতি লোমকূপ যেন আজ হাসিয়া চারিদিকে প্রেম, সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ বিস্তার করিতেছে!

১৮ই বৈশাখ! এক বৎসর পরে বাড়ী আসিলাম; প্রাণে বড় সাধ ছিল, এই এক মাস কাল দিনরাত্রি নির্জ্জনে কেবল সুনীতিকে

লইয়া থাকিব এবং তাঁহার চাঁদমুখ খানি হইতে অতুল রূপ ও উচ্ছ্বসিত প্রেমামৃত প্রাণ ভরিয়া পান করিব। কিন্তু সে সাধ আর মিটিতেছে না। সুনীতি এখন আর কেবল আমার সুনীতি নহেন; কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী সকলের সুনীতি। যার ঘরে একটু দুঃখ, যার ঘরে একটু বিষাদের ছায়া, যার ঘরে আমোদ আহ্লাদ, যার যা কিছু হোক না কেন,—সুনীতি না হইলে যেমন আমার চলে না, তেমনি তাহাদেরও চলে না। কারো বাড়ীতে যদি অকারণে ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করে, অমনি সুনীতির ডাক পড়ে। কারো ছেলে যদি বড় দুষ্টামি করে, বাড়ীতে অত্যাচার ও দুরন্তপনা করিতে থাকে, অমনি সুনীতির ডাক পড়ে। কাহারো বাড়ীতে যদি রোগ হয়, সেবার জন্য সুনীতি না হইলে তাহাদের মন উঠে না। কোন গৃহ শোকের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, সুনীতির অশ্রুজল ভিন্ন সে গৃহের সে অন্ধকার আর লঘু হয় না। আবার যাহাদের পরিবারে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাদের সুখ সুখই হয় না, যদি সুনীতির হাসিটুকু তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা মিশাইয়া না থাকে! এত লোকে তাঁহাকে ভাল বাসে, এত লোক তাঁহার আদর, যত্ন, ভলবাসা এবং সেবা শুশ্রূষার প্রত্যাশী, যে আমি গরিব বেচারী তাঁহাকে অনেক সময় খুঁজিয়াই পাই না। সময়ে সময়ে ইহাতে আমার প্রাণে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয় সত্য,—যাঁহার সমস্ত হৃদয় আমার, তিনি এত লোকের হৃদয়ে আলোক বিকীর্ণ করেন, যাঁহার প্রাণের সমুদয় ভালবাসা আমারি উদ্দেশ্যে অহর্নিশ উৎসর্জ্জিত হয়, তাঁহার চরণে ভক্তিভরে এত লোকে আপনাদিগের স্নেহ মমতা অর্পণ করিয়া সুখী ও ধন্য হইতেছে; এই চিন্তায় কাহার না প্রাণ গৌরবে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়? সুনীতির প্রেম, এই সকল নর-নারীর প্রেম আকর্ষণ করিয়া কত লক্ষ গুণে যে অধিক মূল্যবান

হইতেছে ইহা কি আর আমি বুঝি না? বুঝি;—বুঝি বলিয়াই তাহাতে এত আনন্দ পাই। কিন্তু তথাপি মনে হয়,—সময় সময় যখন নির্জ্জনে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকি তখন মনে হয়,—কেন এত লোকের ভালবাসা তিনি আকর্ষণ করিলেন? যদি পাড়াপ্রতিবেশীগণ তাঁহাকে এত ভাল না বাসিতেন তবে বুঝি ছিল ভাল। আমি তাঁহার সমুদায় সময় ও সমুদায় চিন্তা এবং সমুদায় প্রেম প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতাম। আজ বৈকাল বেলা অনেক ক্ষণ এইরূপ বিষণ্ণভাবে নির্জ্জনে বসিয়াছিলাম; দুই প্রহরের পরে একটী বারও সুনীতির দেখা পাই নাই। সন্ধ্যার পর তিনি এক মুখ হাসি লইয়া আমার নিকটে আসিয়া, আমার মাথায় হাত দিয়া, কেশগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন; "তোমার আজ বড়ই ক্লেশ হইয়াছে, না? সমস্ত দিনের ভিতর একটী বারও তোমার নিকটে আসিয়া বসিতে পারি নাই! মুখ খানা শুকাইয়া গিয়াছে"—এবং এই বলিয়া যখন গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন, তখন আমার প্রাণের রুদ্ধভাব যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; আমি ঈষদ্ বিরক্তি, ঈষদ্ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলাম,—"তা' আমি আর এখন সারাদিন তোমাকে পাইবই বা কেমন করিয়া। এখন তো আর আমিই কেবল একা তোমার আপনার লোক নহি, তোমার ভালবাসা, আদর যত্ন ও সেবা শুশ্রূষার উপর এখন অনেকের দাবী জন্মিয়াছে, অনেকে তাহাতে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এত লোকে তোমার ভালবাসা এখন চায় যে আমি হতভাগা এক বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াও তোমাকে দুঘণ্টা কাল নির্জ্জনে নিকটে পাই না,—একটীবার যে প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিব, একটীবার যে এক দণ্ড বসিয়া তোমার ভালবাসা হৃদয় ভরিয়া উপভোগ করিব সে সুযোগটুকুও মিলে না।"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে সুনীতির বিশাল চক্ষু দুটীর উপরে গভীর

ক্লান্তির রেখা পড়িয়াছিল; আমার কথায় তাহার উপরে গাঢ়তর বিষাদ-ছায়া পড়িয়া সেই ঢল ঢল মুখ খানিতে যে কি এক স্বর্গীয়, অশরীরী সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল, তাহা কাগজে কলমে, সামান্য ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। সেই ক্লান্তি-বিষাদ-মাখান প্রেমপূর্ণ চক্ষুদুটী অতি কোমল ভাবে আমার চক্ষের উপর স্থাপন করিয়া, সুখস্পর্শ, মৃদুল, ঘর্ম্মসিক্ত বাহুলতা দ্বারা আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, আমার অভিমান-ভরে-অবনত মুখে একটী চুম্বন দিয়া, সুনীতি অতি মৃদুভাবে বলিলেন—"আমি যে দিন রাত তোমার কাছে বসিয়া তোমার সেবা করিতে পারি না, তাতে কি আর আমার কষ্ট হয় না? না সে কথা তুমি জান না? আমি সারাদিন যখন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াই, তখন এ যে প্রাণটা তোমারই নিকটে পড়িয়া থাকে, তাও কি আজ নূতন জানিলে না কি? কিন্তু কি করিব? সংসারের কাজ কর্ম্ম না দেখিলে, চলে কি করিয়া? আর যাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে এত ভাল বাসেন, আমার সামান্য এক একটু পরিশ্রমে বা ত্যাগ-স্বীকারে যদি তাঁহাদের একটু সাহায্য হয়, আমার একটু আদরে তাঁহাদের প্রাণের বিষাদ যদি একটু ঘুচিয়া যায়, আমার একটী কথায় যদি তাঁহাদের প্রাণের একটী দুশ্চিন্তা দূর হয়, আমার যৎ-সামান্য সহানুভূতিতে যদি তাঁহাদের সংসারের সুখ একটু বাড়ে, তবে এ বিষয়ে উদাসীন থাকা কি ভাল হইবে? তাহা হইলে তোমার এই অতুল স্নেহরাশি উপভোগ করিবার অধিকার যে আর আমার থাকিবে না! তাহা হইলে তুমিই যে সর্ব্বাগ্রে ঘৃণায় আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। আমি যদি এখন অপরের নিকটে থাকি, সে তো তোমারই শিক্ষা। বন্ধু বান্ধবেরা, পাড়াপ্রতিবেশীগণ যদি আমাকে স্নেহ মমতা করেন, সে তো তোমারই গুণে, আমার কিছুতে তো নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে সুগভীর চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া

আসিল; মুখখানি বিষাদে অবনত হইয়া পড়িল; ওষ্ঠদ্বয় অভিমানে কাঁপিতে লাগিল। আমারও বড় কষ্ট হইল; প্রাণের আবেগে, তাঁহাকে নিকটে টানিয়া আমি অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার বিষাদ-গম্ভীর মুখখানিতে একটী চুম্বন প্রদান করিলাম। আমার ওষ্ঠসংস্পর্শে ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল; সুনীতি ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন;——"আমি তোমাকে কতই না ক্লেশ দিতেছি! এতকাল পরে তুমি বাড়ী আসিলে, কোথায় দিনরাত তোমার নিকটে বসিয়া তোমার পদসেবা করিব, না আমি এমনই হতভাগ্য যে দিনের মধ্যে দুদণ্ড কাল যে তোমার নিকটে বসিব, তা'ও পারি না। আমার অনেক সময় মনে হয়, তুমি আর যে ক দিন বাড়ী থাকিবে, সে ক দিন এ স্থান ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে কোনও বাগানে গিয়া কেবল তোমাকে লইয়া বাস করি।"—— * * * * *

২১এ বৈশাখ। গত কল্য আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখে বড় একটা বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! একটী ভিক্ষুক শিশু সন্ধ্যার সময় রাজপথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা এক খানি জুড়ি আসিয়া তাহার উপরে পড়িয়া তাহার সুকুমার বাহুলতাখানি একেবারে পিষিয়া যায়। আমি একটী বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া তখন কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম; সুনীতি সরোজ ও সরযুকে লইয়া ছাদে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষের উপরেই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। তিনি অমনি ব্যস্তত্রস্ত হইয়া নীচে আসিয়া দ্বারবান্‌কে দিয়া আহত শিশুটীকে বাড়ী আনাইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখিলাম সুনীতি মূর্ত্তিমতী করুণার মত সেই অচেতন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার ক্ষত অঙ্গে জল সেচ দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"ছেলেটী গাড়ী চাপা পড়িয়াছে, শীঘ্র ডাক্তার ডাকিয়া

পাঠাও।" আমি ভাবিলাম এইরূপ অবস্থায়, একটী অপরিচত আহত শিশুকে বাড়ী রাখা বড় সদ্বিবেচনার কাজ নহে। তাই বলিলাম;—"আমাদের এখান হইতে হাসপাতালে তার চিকিৎসা ভাল হইবে। সেখানেই দিয়া আসি।" সুনীতি একটু নিরাশা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,——"তার মা যদি নিকটে থাকিত, সে যা ইচ্ছা করিত তাই হইত। সে হয়ত তাহা হইলে আপনিও তার বালকের সঙ্গে হাসপাতালে যাইতে পারিত। কিন্তু এ অবস্থায় আমার তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁর চক্ষু দুটী এমনিভাবে আমার চক্ষে আসিয়া পড়িল, যে সেই করুণ মধুর দৃষ্টিপাশে বদ্ধ হইয়া আমার ক্ষীণ ইচ্ছা শক্তি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে অমনি স্বয়ং ডাক্তারের জন্য গেলাম। কিন্তু ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, শিশুটীর ক্ষুদ্র আত্মা আপনার আহত দেহটাকে সুনীতির ক্রোড়ে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের কোলে উড়িয়া গিয়াছে। সুনীতি শোকাচ্ছন্ন মুখে সেই মৃতশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার শোক যেন বাড়িয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,——"ইহার হতভাগিনী মা আজ সমস্ত রাত্রি ইহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, কিন্তু সে যে চিরজীবনের মত তার ক্রোড়-শূন্য করিয়া পালাইয়া গিয়াছে, একথা হতভাগিনী জানিতে পাইল না! দেখ,—দেখ,—কি সুন্দর মুখখানি! এখনও যেন হাসিতেছে! মৃত্যুর একটু চিহ্নও পড়ে নাই!" এই বলিয়া তাহার সেই মৃত্যু-স্বেদ-সিক্ত, ধূলিধূসরিত মুখে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। * * * *

৭ম।

কমল ও কণ্টক।

"I faint, I perish with my love! I grow;
Frail as a cloud whose splendours pale
Under the evening's everchanging glow;
I die like mist upon the gale,
And like a wave under the calm I fail!"

"But may not a girl's love-dream have too much romance in it to be realised all at once, or all together, or anywhere except in Heaven?"

১।

আমার দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত।

১৮ই আশ্বিন, লাহোর। বহুকাল পরে বিনয়ের একখান চিঠি পাইলাম। বিনয় পূজার ছুটী উপলক্ষে পঞ্জাবে বেড়াইতে আসিতেছেন; লাহোরে সপরিবারে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন। বিনয়ের সঙ্গে, ঈশ্বর ইচ্ছা হইলে, এবার বহুকাল পরে দেখা হইবে। সেই দিন প্রত্যূষে, সেই যমুনা পুলিনে, ললিতের মৃতদেহ পার্শ্বে আমাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়া অবধি বিনয়ের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সে আজ ১৫ বৎসরের কথা। এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমাদের উভয়ের জীবনে কত না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিনয় তখন কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন, বলিলেই হয়; আমি তখন পরিণতবয়ঃযুবক। এখন আমার কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হইয়াছে; বিনয় প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। যদিও এই দীর্ঘকাল আমার বিনয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, আমি তাঁহার সকল সংবাদ রাখি। তাঁহার জীবনে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা জানি; তাহার চরিত্র সৌরভে যে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলে মোহিত, ইহা শুনিয়াছি। বহুকাল হইতে বড় সাধ ছিল বিনয়ের সঙ্গে একবার দেখা করি; ঈশ্বর কৃপায় এবার বুঝি সে সাধ পূর্ণ হইবে।

* * * * *

২৫এ আশ্বিন। আজ প্রাতে বিনয় সপরিবারে আমাদিগের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে এতদিন পরে দেখিতে পাইয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইয়াছে! * * সুনীতির সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; কিন্তু এই এক দিনেই তিনি আশ্চর্য্য রূপে আমার

হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাকেই তো বলে চরিত্র-মাহাত্ম্য!

"O Iole! how did you know that Hercules was a God?" "Because" answered Iole, "I was content, the moment my eyes fell on him. When I beheld Theseus I desired that I might see him offer battle, or at least-guide his horses in the Chariot-race; but Hercules did not wait for a contest: he conquered whether he stood, or walked, or sat, or whatever thing he did."

"আওলী! তুমি কি করিয়া চিনিলে যে হার্‌কিউলীস্ মনুষ্য নন কিন্তু দেবতা?" আওলী বলিল;—"কেন না তাঁহার উপরে আমার চক্ষু পড়িবামাত্রই প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। থিশিয়স্‌কে দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে, অন্ততঃ একবার শকটদৌড়ে আপনার শকট চালাইতে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু হার্‌কিউলীসের এইরূপ কোনও পরীক্ষার প্রয়োজনই হয় নাই। তিনি দাঁড়াইয়া থাকুন, চলিয়া বেড়ান, বসিয়া থাকুন, বা যাহা কিছু করুন না কেন,—সকল অবস্থাতেই তাঁহার জয়শ্রী প্রকাশিত হইয়া পড়ে।"

সুনীতিরও ঠিক তাহাই হয়। ইহাকেই তো বলে সাধুতার নিগূঢ় শক্তি! সুনীতি যখন তাঁহার কোমল-কোরক সদৃশ সুকুমার বালিকার হাত ধরিয়া, বিনয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে সস্মিত-গম্ভীর মুখে, আমার গৃহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সমুদায় বাড়ীতে যেন এক নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিল। সুনীতির রূপের মত রূপ আমি জীবনে কেবলমাত্র একবার অতি সামান্যভাবে দেখিয়াছি; সে এক ইংলণ্ডীয় চিত্রশালায় র‍্যাফেলের দৈবশক্তি-সম্পন্ন তুলিকায় অঙ্কিত ম্যাডোনার প্রতিকৃতিতে; নতুবা জীবন্ত মানুষে এমন নির্ম্মল রূপ আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার সে রূপরাশিতে

শরীরের কিছু যেন নাই। রক্তমাংসজাত লাবণ্য কখনও এমন সুন্দর হইতে পারে না; তাহাতে কখনও এমন স্নিগ্ধ-কোঁমল প্রভা ফুটিয়া উঠিতে পারে না;—সে রূপে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে, কিন্তু যুবা-বৃদ্ধ পুরুষরমণী নির্ব্বিশেষে মানুষের আত্মার অন্তস্তলকে এমনি ভাবে আলোড়িত করিতে পারে না। তাঁহার পূর্ণ প্রস্ফুটিত মুখচ্ছবির ভিতর দিয়া কি কোমলতা, কি লাবণ্য, কি মাধুরী, কি শক্তি, কি জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, যে প্রাণে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছে সেই কেবল জানে! তাঁহার স্নিগ্ধ, গভীর, নীলাভ চক্ষুদুটীর ভিতরে কি এক স্বর্গের আলোক খেলা করে!—যে দেখে সেই মুগ্ধ, উন্নত ও পবিত্র হইয়া যায়। এমন রূপ দয়া করিয়া আসিয়া যাহার হৃদয়ে বিকশিত হয়, এ রূপের চরণে যে দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিতে পারে, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়;—

"তারে প্রেম কৃপা হয়,
সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়!"

বিনয় আসিতেছেন শুনিয়া আমার একটু ভয়, একটু ভাবনা হইয়াছিল; কি জানি যদি আমরা উপযুক্তরূপে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিতে না পারি। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার পরিবারে আসিয়া আজি পর্য্যন্ত কেহ সহজে বিশেষ স্নেহ মমতা লাভ করিতে পারেন নাই। লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আমরা নিতান্ত অপারাগ। সৌজন্য, বিনয়, প্রভৃতি সামাজিক গুণ আমাদের অতি অল্প পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে। এই জন্য অনেক সময় আমরা বড় সঙ্কুচিত ও সশঙ্কিত থাকি। শম্বুক যেমন অপর প্রাণী নিকটে আসিবামাত্রই আপনার ক্ষুদ্র শুণ্ডটী সঙ্কুচিত করিয়া একেবারে জড় ও নিস্পন্দ

হইয়া যায়, অপরিচিত লোক নিকটে আসিলে আমাদেরও ঠিক সেই রূপ জড়তা উপস্থিত হয়। আমাদের বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগতেরা যেন উত্তরের বাতাস অঞ্চলে পুরিয়া লইয়া আসেন,—তাহাদের আগমনে আমাদিগের যাহা কিছু স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ তৎসমুদায় মুহূর্ত্তমধ্যে জীর্ণ শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু সুনীতির চক্ষুর একি এক আশ্চর্য্য মোহিনী প্রভাব দেখিলাম, যে তাঁহার সেই স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি সংস্পর্শে, আমাদিগের পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের দৃঢ়অর্গলবদ্ধ হৃদয়দ্বার যেন ইঙ্গিতে উন্মুক্ত হইয়া গেল! সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা তাঁহাকে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় আমাদিগের পরিবার মধ্যে গ্রহণ করিলাম। বিনয় আসিতেছেন শুনিয়া অবধি আমার প্রাণে যে একটা গুরুতর ভাবনা হইয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে।

* * * * * *

১লা কার্ত্তিক। প্রায় সপ্তাহ কাল হইল বিনয় আমাদের এখানে আসিয়াছেন; এ সপ্তাহ কাল যে কি সুখে অতিবাহিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের হৃদয় মন দিন দিন প্রশস্ত হইতেছে, আত্মা কত উন্নত, জীবন কত বিকশিত হইতেছে! নানা প্রকারে, ইহাঁদের সহবাসে থাকিয়া, আমরা কতই শিক্ষা লাভ করিতেছি! কি অপূর্ব্ব শান্তি, কি প্রশান্ত প্রেমের হাওয়া সঙ্গে লইয়া সুনীতি ও বিনয় কি শুভক্ষণে, ঈশ্বরের কৃপায়, আমাদের পরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! আমার যে অমন দুরন্ত, বালক সুশীল কুমার, আমার যে অমন জ্বালামুখী শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, অমন যে অভিমানী কন্যা ললিতা, ইহারাও যেন আপন আপন প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া শান্ত, সুধীর, এবং মিষ্টভাষী হইয়াছে। শ্বশ্রূ-

ঠাকুরাণীর জন্য আমার বড়ই ভয় ছিল। তাঁর যে সূচিবায়ু, যে খর-বাগ্মীতা, যে ক্ষুরধার প্রকৃতি, তাহাতে কখন যে বিনয় বা সুনীতি বা তাহাদের বালক বালিকাকে কি কটু কাটব্য বলিবেন, এই ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা, এই সপ্তাহ কাল মধ্যে একটী বার তিনি ঝগড়া করেন নাই। সুনীতিকে "মা" "মা" বলিয়া কত আদর অভ্যর্থনা করেন, তাঁহার বালিকাকে "দিদি" "দিদি" বলিয়া কত স্নেহ করেন! সামান্য প্রেমে কি কখনও আগ্নেয় গিরির অগ্নুৎপাত নিবারিত হয়?

* * * * *

৩রা কার্ত্তিক। আজ দশরার ছুটী। আমরা সপরিবারে আজ শালিমার বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রত্যূষে বাড়ী হইতে যাইয়া, রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। একে অমন সুন্দর বাগান, তাহাতে শরৎ কাল, তাহাতে আবার মহানবমী তিথি সন্ধ্যার পরে চন্দ্রালোকে বাগানের যে কি শোভা হইয়াছিল বলিতে পারি না। প্রকৃতির এই রূপের হাটে যেন সুনীতির রূপ আজ আরো উথলিয়া পড়িতে লাগিল। সুনীতি সন্ধ্যার সময় কন্যা সরযূর হাত ধরিয়া, জ্যোৎস্না ধৌত পুষ্পবনের মধ্যে বেড়াইতেছিলেন। আমি ও বিনয় তাহার অনতিদূরে একটা মঞ্চে বসিয়া নানা কথা বার্ত্তা কহিতেছিলাম। সহসা বিনয়ের চক্ষু তাঁহাদের উপরে পড়িয়া তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ করিয়া দিল। বিনয় অনিমেষ লোচনে প্রাণের সমুদয় প্রেম চক্ষুতে ঢালিয়া যেন আপনার পত্নীর ও কন্যার রূপ রাশিকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে গভীর ভাবের আবেগে আত্মহারা হইয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার মত এমন সৌভাগ্যশালী লোক আর কে আছে? আমি অতি সামান্য ব্যক্তি,—আমার ভাগ্যে এত সুখ বিধাতা লিখিয়াছিলেন!

কত সাধু, কত প্রেমিক, কত উন্নত-চরিত্র লোক এই পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা আমার এ সুখসৌভাগ্যের এক কণা মাত্র পাইলে আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করিতেন!"

"তোমার সাধুতায় এবং তোমার চরিত্র-সৌরভে আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি! তুমি——"

বিনয় আমার বক্তব্য শেষ করিতে দিলেন না;—সহসা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন;—"ছি! ছি! আপনিও ঐ কথা বলেন? আপনি কি জানেন না আমি কে? আমি কি? আমি ঘোর স্বার্থপর, কি দুর্দ্দান্ত রিপুপরবশ, কি অপ্রেমিক, কি অধার্ম্মিক, কি অবিশ্বাসী তাহা কি আপনি জানেন না? আমার দৌরাত্ম্যে আপনি এবং আমার দাদা কত কষ্ট পাইয়াছেন তাহাও কি ভুলিয়া গেলেন? আপনি——"

এবার আমি বিনয়ের কথায় ব্যাঘাত দিয়া বলিলাম—"সে বহু কালের কথা! সে কথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু তোমার সেই সকল অপ্রেম, সেই সকল স্বার্থপরতা, সেই দুর্দ্দান্ততার স্থানে এখন যে এমন প্রেম, এমন সদ্ভাব, এমন নম্রতা, এমন সাধুতা বিকশিত হইয়াছে, ইহাই তোমার সমধিক গৌরবের বিষয়। ইহাতেই ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রকাশিত হইতেছে।"

আমার পায়ের নিকটে এক খণ্ড ভাঙ্গা কাচ পড়িয়াছিল। বিনয় ঐ কাচ খণ্ড হাতে লইয়া, আপনার হস্তস্থ গাঢ় রক্তবর্ণ গোলাপের নিকটে ধরিয়া বলিলেন;—"দেখুন, এই কাচে কেমন রং ফলিয়াছে!—আমার ভিতরে যদি কিছু ভালবাসিবার বস্তু দেখেন, তাহা আমার নহে, কিন্তু তাঁহার। আমি কেবল কাচ খণ্ড মাত্র।"

বিনয়ের চক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার চক্ষু দুটীও সুনীতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, আমি দেখিলাম বিনয় যাহা বলিতেছেন তাহা

নিতান্ত অমূলক নহে। একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম,—"ঐ মাটীর ঢেলাটার নিকটে গোলাপ ফুলটী ধর দেখি, তাহাতে তো আর এ সুন্দর রং ফুটিবে কি না।"

"রং ফুটিবে না সত্য, কিন্তু গোলাপের সহবাসে থাকিলে এই মাটীরও অণুতে অণুতে সুবাস প্রবেশ করিবে।"

ইহার উত্তর আর আমি কি দিব? বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম;—"তোমার সুখ দেখিয়া কি যে আনন্দ হয় বলিতে পারি না। এক দিন মনে ভয় হইয়াছিল তোমার জীবন বুঝি আর ফুটিতে পাইল না; কিন্তু এমন ভাবে যে ফুটিয়া উঠিবে তা কখন কল্পনাও করি নাই।"

বিনয় আবার সেই এক কথাই বলিলেন;—"ঐ যে ফুল গুলি কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে; কিন্তু বলুন দেখি তারা কি প্রাণ দিয়াও একটী ক্ষুদ্র পাপড়ি ফুটাইতে পারিত? তারা ফুটিতেছে, নিজের গুণে নহে, কিন্তু সূর্য্যের দয়াতে। আমার জীবন যদি একটুও ফুটিয়া থাকে সে কেবল ঈশ্বরের কৃপায় আর ইহাঁরই প্রেমে।"

এই জীবনে অনেক দেখিয়াছি, শুনিয়াছি; অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু এমন দাম্পত্য প্রেম আর কখনও দেখি নাই! স্ত্রী স্বামীকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি; স্বামীর হৃদয়েও স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও মমতা দেখিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি এমন উদ্বেলিত ভালবাসার সঙ্গে এমনি মধুর ভাবে মিশিয়া থাকিতে আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। এরূপ দাম্পত্য প্রেমই ফলতঃ মানুষকে ভগবদ্-প্রেম শিক্ষা দিতে পারে!

* * * * *

১লা অগ্রহায়ণ। সুনীতি ও বিনয় আজ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই এক মাস কাল আমরা কত না সুখে অতিবাহিত করিয়াছি! আজ সুনীতির অবর্ত্তমানে আমাদের পরিবারের যেন হাসি টুকু চলিয়া গিয়াছে। আমাদের উৎসাহ, উল্লাস, সকল যেন এই অলৌকিক রমণীর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ যাত্রা করিয়াছে।

* * * *

বিনয় যে খুব সুখী তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। সুনীতিরও সুখ অল্প নহে; ইহাঁদের পরস্পরের প্রতি কি প্রগাঢ় প্রেম! কি গভীর শ্রদ্ধা! কি অটল আস্থা! কিন্তু বিনয়ের এই ভালবাসা ঠিক যেন মোহ বিবর্জ্জিত নহে। বিনয় আপনার স্ত্রী পুত্র ও কন্যার মধ্যে দিবা রাত্রি ডুবিয়া থাকিতেই যেন বড় ভাল বাসেন এবং তাহাকেই যেন জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এই ভাল বাসার শিক্ষায় যে তাঁহার হৃদয় কোমল বা প্রশস্ত হয় নাই, তাহা নহে। অপরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে সত্য, কিন্তু দশ জনের এক জন হইবার যে উৎসাহ ও উচ্চাভিলাষ, বিনয়ের প্রাণে তাহা বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে প্রেমে মানুষকে প্রথম গৃহী করিয়া ক্রমে বৈরাগী করে, এক জনকে ভাল বাসিয়া, প্রথমে এক জনের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া, ক্রমে জগতের হিতার্থে আত্ম-বলিদান করিতে শিক্ষা দেয়, সে প্রেমের শিক্ষা বিনয় এখনও লাভ করেন নাই। বরং ইহাই মনে হয় যে, এখন তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সে প্রেমের সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়াইতেছেন। সুনীতি বিনয়কে ভালবাসেন, অতি গভীররূপে ভাল বাসেন, বিনয়ের পায়ে কি জানি কাঁটার ঘা লাগে, এই আশঙ্কায় তিনি তাহার পদতলে আপনার সুকুমার হৃদয়টীকে পাতিয়া দিতে পারেন;—বিনয়ের জন্য না করিতে পারেন, এমন স্বার্থ ত্যাগ কিছু নাই; কিন্তু তাঁহার উদার

প্রেম বিনয়, সরোজ বা সরযূতেই আবদ্ধ নহে; এবং কখনও কখনও কথার আভাসে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে বিনয়ের প্রেম তাঁহাতে ও তাঁহার পুত্র কন্যাতে কেবল আবদ্ধ না থাকিয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ুক ইহা সুনীতির প্রাণের গভীর সাধ। এ সাধ কবে পূর্ণ হইবে ভগবান জানেন!

২।

সুনীতির কথা।

এই জগতে মানুষের সকল আশা কি কখনও পূর্ণ হয় না? প্রাণের অতৃপ্তি কি কখন ঘুচে না? এই সংসারের আলোককে হৃদয়ের সমুদায় অন্ধকার কি কখনও দূর করিতে পারে না? যত দিন যাইতেছে, যত বয়স বাড়িতেছে, ততই যেন প্রাণের নিরাশা, অন্তরের বিষাদ, হৃদয়ের অতৃপ্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কেন হইল? আমার মত এমন সৌভাগ্যবতী রমণী কে আছে? আমার মত সুখ কাহার? এমন সোণার সংসার কাহার? ঈশ্বর কৃপায় আমি কে এক অতি সামান্য রমণী, কিন্তু কত লোকে দয়া করিয়া আমাকে কত স্নেহ মমতা করেন, তাঁহাদের স্নেহ-ঋণ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এত স্নেহেও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না কেন? এত সুখেও হৃদয়ের হাহাকার ঘুচেনা কেন? এত আনন্দ, এত সৌভাগ্য, এত সুখ-সম্পদেও অন্তরের অন্ধকার যায় না কেন? স্নেহ মমতার অভাব, পুত্র কন্যার অভাব, আত্মীয় পরিজনের অভাব, বিদ্যা সম্পদের অভাব; আমার ঘরে তো ভগবানের কৃপায় ইহার কিছুরই অভাব নাই; তবুও প্রাণের দীনতা ঘুচে না কেন? তবুও কি একটা অদৃশ্য, অননুভূত,

অভাব প্রাণের কোণে জাগিয়া দিবানিশি তাহার উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রাণটাকে পুরিয়া রাখিয়াছে কেন?

রমণী-জীবনের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বিবাহ, আশৈশব এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। ঘর হইল, এমন ঘর কয়জনার ভাগ্যে হয়? সংসার পাতিলাম, ভগবান এমন ভাবে সংসার পাতাইলেন যে অমন সংসার এদেশে অতি অল্প রমণীর ভাগ্যেই মিলে! কিন্তু যে আশা প্রাণে লইয়া ঘর করিয়াছিলাম, যে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিবার আশায় সংসার পাতিয়াছিলাম, তাহা ঠিক পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণ হইল কৈ? পঞ্চদশ বৎসর কাল বিবাহ হইয়াছে। ইহার প্রতি বৎসর কত নূতন আনন্দ, নূতন সুখ, নূতন শান্তি পাইয়াছি! কিন্তু তাহাতেও প্রাণের সব সাধ মিটিল কৈ? এক একটী বৎসর আসিয়াছে, কত ফুল, কত ফল, কত ধন, কত সম্পদ, কত সুখের আশা, কত প্রেমের সুবাস, কত সৌন্দর্য্যের ডালি, কত আনন্দের সংগীত লইয়া এক একটী বৎসর আসিয়াছে, আর মনে মনে ভাবিয়াছি, এবৎসর বুঝি নিশ্চয়ই প্রাণের সমুদায় সাধ মিটিবে। কিন্তু আপনার পথে বৎসর আপনি চলিয়া গেল, আর আমার প্রাণের উচ্চ আশা যেখানে ছিল সেখানেই পড়িয়া রহিল, পূর্ণতার দিকে আর তাহার গতি হইল না। মানুষের আশা কি এমন ভাবেই বাড়ে, এবং এই রূপেই কি বাড়িতে বাড়িতে পরিণামে আপনার ভারেই আপনি নষ্ট হইয়া যায়?

কত সাধ করিয়া, কত আশা প্রাণে পুরিয়া বিবাহ করিলাম। এদেশে এমন বিবাহ কয়জনার ভাগ্যে ঘটে? বিবাহ করিয়া যত সুখী হইতে লাগিলাম, প্রাণে তত কত নূতন নূতন অভিলাষ জাগিতে আরম্ভ করিল। কি প্রেমের অধিকারিণী হইলাম! কি গভীর! কি উচ্ছ্বসিত ভালবাসা ভোগ করিলাম! কেমন স্বামী রত্ন পাইলাম। কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! কি প্রশস্ত হৃদয়! কি উদার, সরল প্রাণ! কি

তেজ! কি গাম্ভীর্য্য! কি শক্তি! কি মহত্ত্ব তাঁহার চরিত্রে ফুটিতে লাগিল! আর তার সঙ্গে সঙ্গে কত আশা আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে জাগিয়া উঠিল! আজ তাহারা কোথায়? সে প্রেম, সে উদারতা, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি, সে হৃদয়, সে শক্তি, সকলই আছে; তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন; কিন্তু আমার সেই কোমল আশা-কলিকাগুলি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে! তাহাদের জন্যই প্রাণ বুঝি দিবানিশি এইরূপ হাহাকার করিয়া থাকে।

যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল আমি ক্ষুদ্র লতিকা তাঁহাতে নির্ভর করিয়া, তাঁহার পাদদেশ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার চারিদিকে ফুল ফুটাইয়া, তাঁহার আশে পাশে সৌরভ বিলাইয়া, দিন দিন তাঁহারই স্নেহরসে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইব। তিনি অটল, অচল হইয়া আমাকে চিরদিন আশ্রয় দিবেন। তাঁহার অভ্রভেদী মস্তক যদি একটী বার ঈষৎ নত হইয়া স্নেহ চক্ষে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহাতেই আমি কৃত কৃতার্থ হইয়া যাইব। তিনি আপনার গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবেন, আর মাঝে মাঝে সে উচ্চ মঞ্চ হইতে আমারই পূজা গ্রহণ করিবার জন্য অবতরণ করিয়া, আমার নিকটে আসিয়া একটু হাসিয়া, একটু আদর করিয়া, একটীবার গায়ে হাত বুলাইয়া, একটী মধুর চুম্বন দিয়া, আমার প্রাণে অমৃত ঢালিয়া, আবার তখনি সেই উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া জগতের সুখ দুঃখের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইবেন; এবং ক্রমে ক্রমে আমাকে ফুটাইয়া, আমাকে হাঁটিতে শিখাইয়া, হাতে ধরিয়া, পরিণামে সেই মঞ্চে তুলিয়া লইয়া জগতের সমক্ষে স্বর্গীয় দাম্পত্য-প্রেমের মধুর যুগল মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন; প্রাণে বড় আশা ছিল। কিন্তু আমার সামান্য প্রেমের জন্য তিনি চিরদিনের মত সে উচ্চ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া আসুন; সংসারকে ছাড়িয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনে একেবারে ডুবিয়া থাকুন;—এ

অভিলাষ তো আমার কখনও ছিল না। তিনি যদি এমন ভাবে হেলিয়া পড়েন, আমি কাহার উপর নির্ভর করিব? তিনি যদি এই রূপ ভাবে নামিয়া আসেন, আমাকে তুলিয়া ধরিবে কে? তিনি যদি আমারই দ্বারে এইরূপ দীন ভিখারীর বেশে বসিয়া থাকেন, আমাকে ভিক্ষা দিয়া আমার দৈন্যভাব দূর করিবে কে? এই ভয়েই এ অভিলাষ প্রাণে জাগে নাই। অনেকের বিবাহের আদর্শ ইহা, তাহা জানি। অনেক রমণী পতির উদার, প্রশস্ত, গভীর হৃদয়কে আপনার ক্ষুদ্র জীবনের অঞ্জলি প্রমাণ বিবরে পূরিয়া রাখিতে চাহেন, জানি। কিন্তু আমার ঐ রূপ উচ্চ আশা কখন ছিল না। আমি চাহিয়াছিলাম স্বামী, দাস নহে। আমি বরণ করিয়াছিলাম দেবতাকে, পৃথিবীর দুর্ব্বল, হীণ, অপদার্থ, মানুষকে নহে। কিন্তু আমার সে স্বামী কোথায়? আমার দেবতা আজ ধূলি ধূসরিত। আমার জীবনের কর্দ্দম মাখিয়া, আমার নীচ আসনে আসিয়া বসিয়া, আমার ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আমার দেবতার দেবত্ব আজ বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে। একি অল্প দুঃখ! সেই আশার এই পরিণাম!

যে দিন তিনি দয়া করিয়া আমার হাতে তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়খানি তুলিয়া দিলেন,—আমার প্রাণ সুখে শিহরিয়া উঠিল। আপনাকে মনে মনে কত সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, যত ক্রমে আপনার ক্ষুদ্র শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারিলাম, ততই ক্রমে এই সুখ ভয়ে পরিণত হইল। তখন ভয়ে ভয়ে সে প্রকাণ্ড হৃদয়টী ভগবানের হাতে তুলিয়া দিতে গেলাম; কিন্তু জানি না কেন, তিনি যেন তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার সেই উদার, প্রশস্ত হৃদয়টী আমার জীর্ণ কুটিরেই পড়িয়া রহিল; এবং এই সংকীর্ণ স্থানে থাকিয়া ক্রমে যেন সে তাহার স্বাভাবিক তেজ ও জ্যোতি হারাইয়া নিষ্প্রভ ও হীনবল হইয়া পড়িল। সেই দানের এই

পরিণাম! এখন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে চাই, তিনি স্বয়ংই তাহা হাতে তুলিয়া লইতে চান না। আমি যে আশা করিয়াছিলাম তাঁহার হৃদয়ের আলোক হইতে আমার প্রাণের ক্ষুদ্র শলিতা জ্বালাইয়া লইয়া অন্ধকার জীবন পথে তাঁহার হাত ধরিয়া চলিব; কিন্তু আজ কিনা আমার অন্ধকারে পড়িয়া, আমার অন্তরের শীতবাতে; তাঁহার প্রাণের উজ্জ্বল আলোক নিভু নিভু হইয়া যাইতেছে!

আমার প্রাণে বড় আশা ছিল তিনি দশ জনের একজন হইয়া থাকিবেন; তাঁহার যে গুণগরিমায়, যে তেজস্বীতায়, যে শক্তিতে আমার প্রাণ বাঁধা পড়িয়াছে, সেই গুণগরিমায়, সেই তেজে, সেই শক্তিতে দেশের লোকে মোহিত, এবং উপকৃত হইবে! তাঁহারই গৌরবে গৌরবিনী হইয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য মনে করিব। তিনি সিংহপরাক্রমে সমাজে বিচরণ করিবেন; কিন্তু লোকে যে বীরদর্প, যে প্রখর তেজ, দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে,—আমার সামান্য হাসিতে সে তেজ, সে দর্প, কোমলতম পুষ্পগন্ধে, এবং স্নিগ্ধতম জ্যোৎস্না রেখাতে পরিণত হইয়া আমার ক্ষুদ্র গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল কৈ? আমার সামান্য জীবনের ক্ষুদ্র বিবরে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার যে অমন শক্তি, অমন জীবন তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? এত সুখের, এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াও আমার মত এমন হতভাগিনী আর কে আছে?

আমার গৃহে যে দিন শিশু সন্তানের কচি মুখ ফুটিয়া উঠিল, সে দিন ভাবিয়াছিলাম, এবার বুঝি তাহাদের জীবনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শক্তিও ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। সরোজকে যে দিন পাইলাম, সরযুকে যে দিন তাঁহার কোলে তুলিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম, সে দিন প্রাণে কত না আশা জাগিয়াছিল।

সে দিন ভাবিয়াছিলাম, আমার দ্বারা যাহা হয় নাই, ইহাদিগের দ্বারা বুঝি তাহা হইবে। ইহাদের মুখ চাহিয়া, ইহাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, হয়ত তিনি ক্রমে দশ জনের একজন হইবেন। তাহা যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। ইহাদের জন্য তিনি কত না পরিশ্রম করিয়াছেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এতো সকলেই করে। আমি তো কেবল অন্ন বস্ত্রের ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হই নাই। আমার জন্য বা আমার পুত্র কন্যার জন্য অর্থোপার্জ্জন করিয়াই তাঁহার সমুদায় শক্তি নিঃশেষ হউক, ইহা তো আমি কখনও চাহি নাই। যে সরোজের মুখ দেখিয়া আমার প্রাণে এক দিন এত আশা, এত আনন্দ হইত, যে সরযূকে তাঁহার কোলে দেখিয়া এক দিন প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিত, তাহারাই কি না, আজ তাঁহার সবল পক্ষ দুখানির উপরে বসিয়া তাঁহাকে উড়িতে দিতেছে না, তাহাদের মুখ দেখিয়াই কি না আমার প্রাণে আজ এত ক্লেশ হইয়া থাকে।

আমার এ দুঃখ কি ঘুচিবে না? তাঁহার পাখা দুখানি কি আর কখনও আমার ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া আকাশে উড়িবে না? আমি মরিলে যদি তাহা হয়, এত সুখ-সম্পদ, তাঁহার যে এমন ভালবাসা, পুত্র কন্যার যে অমন প্রীতি, এ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এখনই প্রফুল্ল মুখে মরিতে পারি। জীবনে যাহা পারিলাম না, জীবন দিয়া যদি তাহা করিতে পারি,—ইহ সংসারে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলাম না, ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াও যদি তাহা হইতে পারি, জীবন সার্থক হইল মনে করিব।

* * * * *

৮ম।

সমাধি।

"O living Will that shalt endure
When all that seems shall suffer shock,
Rise in the spiritual rock,
Flow thro' our deed and make them pure,

That we may lift from out of dust
A voice as unto him that hear,
A cry above the conquer'd years,
To one that with us works, and trust

With faith that comes of self control,
The truths that never can be proved,
Until we close with all we loved,
And all we flow from, soul in soul."

আমার দৈনন্দিন লিপিপুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

২৫এ কার্ত্তিক, লাহোর। প্রায় আট ন মাস পরে বিনয়ের এক খানা চিঠি পাইয়া হৃদয়টা কি গাঢ় অন্ধকারে আজ ঢাকিয়া গিয়াছে। বিনয় লিখিয়াছেন ;—

My life is gone, my soul is dead, Sunithi is no more; Saturday 13th October, 12 noon, of fever.

Benoy—19th October.

আজিকার দিন আমার কি ভাবে গিয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না। আমার সুকুমারী অপেক্ষাও সুনীতিকে আমি বেশী ভালবাসিতাম; কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্ত্তিক মাসে যেদিন আমি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বিনয় ও সুনীতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসি, সে দিন জানিতাম না; যে তাঁহার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা! শীঘ্র কলিকাতায় যাইব, প্রাণে কত আশা ছিল; সুনীতিকে গিয়া দেখিব। সুকুমারীকে দেখিবার জন্য যত নহে, তদপেক্ষা সুনীতিকে দেখিবার জন্য, কেবল আমার নহে, কিন্তু আমার পরিবারের সকলেরই যেন প্রাণের আগ্রহ বেশী ছিল। সেই কলিকাতায় যাইব, কিন্তু সুনীতির মুখখানি, সেই স্নিগ্ধ কোমল চক্ষু দুটী, সেই স্নেহমাখা তাব, আর দেখিতে পাইব না। এই দুঃসংবাদে আমার পরিবারে আজ ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে!

* * * * *

---

১০ আষাঢ়, কলিকাতা। বহুকাল পরে কলিকাতায় আসিলাম; কিন্তু সুনীতি নাই, বিনয় জীবন্মৃত, সরোজ সরযু মাতৃহীন হইয়া দিনরাত্রি কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, এ কথা মনে করিতেও প্রাণে অসহ্য

যাতনা হয়। সুকুমারী কলিকাতায় আছে, তাহাকে এত কাল পরে দেখিয়া, তাহার সুকুমার বালক বালিকাদের উল্লাস, আনন্দ, এবং আদর যত্ন দেখিয়াও আজ আমার প্রাণের এ বিষাদ ঘুচিতেছে না। সুনীতিকে যে আমি আপনার কন্যার মত ভাল বাসিতাম, তাহার এমন সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কি প্রাণ শান্ত থাকিতে পারে?

আজ সন্ধ্যার সময় বিনয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। এই আট নয় মাস কাল মধ্যে বিনয় একটীবার বাড়ীর বাহির হন নাই। সুনীতির ভস্মাবশেষ সযত্নে আনিয়া আপনার গৃহপ্রাঙ্গনে একটী সুন্দর সমাধি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; প্রাতঃ সন্ধ্যা তাহারই পাদদেশে অধোমুখে বসিয়া থাকেন; সে স্থানে সরোজ এবং সরযূ ভিন্ন আর কাহারও, এমনকি বাড়ীর চাকর চাকরাণীদেরও, যাইবার অধিকার নাই। দিবসের অপর সময় সুনীতির শয়ন গৃহে বসিয়া বা শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। এই আট ন মাস কাল কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন কি তাঁহার দাদা আসিয়া কতবার বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন, বিনয় তাঁহার সঙ্গেও দেখা করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়াই আমি এ সকল কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি যদি সুনীতির জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করেন, এই আশায় আজ সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। আমি গিয়াছি শুনিয়াই সরোজ দৌড়িয়া আসিল; সরযূও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। সরযূ এই কদিনে কি আশ্চর্য্যরূপে যেন পাকিয়া উঠিয়াছে। ১২।১৩ বৎসরের বালিকা, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখভাব দেখিলে তাহাকে পূর্ণবয়স্ক যুবতীর মত বোধ হয়। সেই মুখ-ভাবের সঙ্গে শরীরের কোমলতা, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্রতা যেন কোনও মতেই মিল খায় না বলিয়া মনে হয়।

সরোজ যেমন বালক ছিল এখনও তেমনি রহিয়াছে। তাহার মুখ ভার বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সরযূকে দেখিয়া আমি চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার মুখে তাহার মাতার প্রসন্ন-গম্ভীর সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিয়া আমার প্রাণ শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

* * * * *

বিনয়ের সঙ্গে আমারও আজ দেখা হইল না। সরযূ তাঁহাকে গিয়া আমার কথা বলিলে, তিনি অধীর হইয়া সুনীতির সমাধিতলে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তিন ঘণ্টা কাল প্রতীক্ষা করিয়াও সে শোকবেগ কমিয়াছে এ সংবাদ লইয়া আসিতে পারি নাই। আমি ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হই নাই। বিনয়ের জীবন সুনীতির সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদিগকে যে দিন প্রথম দেখিলাম, যে দিন সেই গভীর প্রেম ও সেই উদ্বেলিত আশক্তির পরিচয় পাইলাম, সে দিনই আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলাম, ইহাঁদের একটী জীবনকে টানিয়া লইলে, আর একটী জীবনও একেবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে!

"These two—they dwelt with eye on eye
Their hearts of old have beat in tune
Their meetings made December June,
Their every parting was to die."

আর আজ চিরজীবনের মত সুনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিনয় যে বাঁচিয়া আছেন তাহাই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা; নতুবা তাঁহার হৃদয় মন যে এখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে।

---

২৫ শে আষাঢ়। আজ আবার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ইতি মধ্যে আরো ৪।৫ বার দেখা করিতে যাই, কিন্তু এক বারও তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আর এখন কিছু দিন যাব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাতে সরযূ লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বাবা আপনাকে আজ দু প্রহরের সময় আসিতে বলিলেন, যদি সুবিধা হয় এক বার আসিবেন। আপনার চেষ্টায় যদি তাঁর প্রাণ একটু শান্ত হয়!" আমি আহারান্তে সরযূর কথা মত তাহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। সরযূ নীচের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমাকে দেখিয়াই বিনয়কে সংবাদ দিতে গেল। কিন্তু অল্প ক্ষণ পরে ঈষৎ বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল;—"বাবা আপনাকে মার সমাধি দেখাইয়া আনিতে বলিলেন। তার পর যদি তিনি পারেন আপনার সঙ্গে আসিয়া এখানেই দেখা করিবেন।" আমি সরযূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুনীতির সমাধি দেখিতে গেলাম। কত আশা করিয়াছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সুনীতির প্রসন্নগম্ভীর মুখ খানি দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আর আজ কি না তাঁহার চিতা-ভস্ম-গর্ভ সমাধি দেখিতে হইল! মানুষের অসার জীবনের অসার আশার এই রূপই পরিণতি হয়!

সুনীতির সমাধিটী যেন তাঁহার চরিত্রের অনুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। নিষ্কলঙ্ক শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি সুনীতির চরিত্রের নির্ম্মলতার যেন প্রতিকৃতি; তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গোলাপ ও রজনী গন্ধ যেন সুনীতির কোমল সৌরভময় হৃদয়েরই সুধা বিলাইতেছে। পাদদেশে শ্যামল দুর্ব্বাদল, তাঁহার সতেজ, স্নেহময় জীবনের আভা প্রকাশ করিতেছে। আর সমাধির উপরিস্থ সুবিশাল, অভ্রভেদী, সরল, শিশুবৃক্ষ যেন সুনীতির ভগবদ্‌উন্মুখী আত্মার প্রকৃতি জ্ঞাপন করিতেছে। সমাধির শীর্ষ দেশে একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মঞ্চে একটী ইংরাজি ও একটী

বাঙ্গালা, কবিতা শোকার্ত্ত স্বামীর হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতেছে! সে কবিতা দুটী এই:—

"Brightly, brightly, hast thou fled!
Ere one grief had bowed thy head,
Brightly didst thou part!
With thy young thought pure from spot,
With thy fond love wasted not,
With thy bounding heart!

সুন্দর কুসুম এক নন্দন কানন হ'তে
আঁধার জীবন মোর এসেছিল উজলিতে!
সহসা উঠিল কিবা দারুণ উতর বায়
ফুটন্ত কুসুম মোর ঝরিয়া পড়িল হায়!
শুকাল সে রূপ রাশি, নিভিল প্রাণের আলো,
কি দারুণ হাহাকার শূন্য হৃদে জাগাইল!
ঝরেছে কুসুম কিন্তু মরেণি সৌরভ তার
অভাগার তরে আছে মধুময়ী স্মৃতি তার।
সে সৌরভ হৃদে ধরি, সে স্মৃতি জাগায়ে প্রাণে,
আঁধার জীবন পথে, চলিব অনন্ত পানে;
ইহকাল পরকালে বাঁধিব প্রেমের ডোর;
তাঁর প্রেম-ব্রত ধরি জীবন করিব তোর;
জীবনের পরপারে, অনন্তের মহা-কোলে,
মিলিব তাঁহার সনে, পরাণে পরাণ ঢেলে।
যত দিন সে সৌভাগ্য নাহি ঘটে পুনর্ব্বার
জ্বলিবে এ ভালবাসা, ঝরিবে এ অশ্রুধার!

আজও আমার বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল না।

২।

পূর্ণ দুই বৎসর কাল বিনয় পত্নী শোকে অধীর হইয়া নির্জ্জনে অতিবাহিত করিলেন। সুনীতির দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রাতে বিনয় তাঁহার চিঠি পত্রাদি দেখিতে দেখিতে, এক খানা হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে পাইলেন। তাহাতে সুনীতি সময়ে সময়ে আপনার মনোভাব,—প্রাণের নিগূঢ় সুখ দুঃখের কথা—লিখিয়া রাখিতেন এই পুস্তকের একস্থানে এই কটী কথা লিখিত ছিল ;—

"এ জীবনে বুঝি আর আমার প্রাণের এ গভীর সাধ মিটিবে না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে বুঝি আর আমার ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণতা হইতে তাঁহার উদার প্রশস্ত, উচ্চ হৃদয় মুক্ত হইতে পারিবে না। আমি মরিলে যদি তাঁহার এই মোহান্ধকার দূর হয়,তাহাতেও যদি তিনি আপনার অসাধারণ শক্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিয়া দশজনের একজন হইতে পারেন, এই মূহুর্ত্তে সহাস্যমুখে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি। আমার জন্য তাঁহার অমন সুন্দর জীবন সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না, অমন আশা ভরসা সব শুকাইয়া গেল, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের কথা কি আছে ?"

এই কটী কথা একমুহূর্ত্তে বিনয়ের জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এই দিন হইতে তাঁহার প্রাণে নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ জ্বলিয়া উঠিল। এইদিন হইতে বিনয় আপনার দেহমনকে

পরহিতব্রতে নিয়োগ করিলেন। ইহার পরে বিনয় দশ বৎসর কাল বাঁচিয়া ছিলেন, এবং এই দশ বৎসর মধ্যে তিনি আপনার ক্ষমতা ও প্রেমগুণে এ দেশের ধনী, নির্ধনী, হিন্দু মুসলমান, আপামর সকলের ভক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন।

বিনয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সুনীতির চিতা-ভস্মের মধ্যে তাঁহার ভস্মাবশেষ স্থাপন করিয়া, সুনীতির সমাধির পার্শ্বে আর একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইল ; এবং তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে, এই সমাধির উপরে, জর্ম্মান কবি গেটের এই সুবিখ্যাত কবিতাটীর ইংরাজি অনুবাদ খোদিত হইল :—

The Woman Soul
Leadeth us upward and on.

প্রেমালোকে আলোকিত রমণী হৃদয়,
অনন্ত জীবন পথে,——স্বরগের পানে,
ল'য়ে যায় মানবেরে ধরি তার হাত।

সম্পূর্ণ।